NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ৬ অগস্ট ২০২৩ ২০ শ্রাবণ ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ৫৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 06.08.2023, Vol.17, Issue No.57, 8 Pages, Price 3.00

Government Of India
Azadi Ka Amrit Mahotsav
INDIAN RAILWAYS

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে সারা দেশে ৫০৮টি রেল স্টেশনের সম্পূর্ণ রূপান্তর

পশ্চিমবঙ্গের ৩৭টি স্টেশনেরও পুনর্বিকাশ করা হবে

২৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০৮টি স্টেশন হবে বিশ্বমানের

পশ্চিমবঙ্গের ৩৭টি স্টেশনকে ১৫০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক করে তোলা হবে

- স্টেশনগুলিকে সিটি সেন্টারের মতো পুনরুন্নয়ন করা হবে, যেখানে থাকবে রুফ প্লাজা, শপিং জোন, ফুড কোর্ট, শিশুদের খেলার জায়গার মতো বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা
- পৃথক প্রবেশ ও নির্গমন পথের ব্যবস্থা, মাল্টি-লেভেল পার্কিং, লিফ্ট, এস্কালেটর, ট্র্যাভেলেটর, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, ওয়েটিং এরিয়া, দিব্যাঙ্গন-সহায়ক সুযোগ-সুবিধা
- মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটি সহযোগে পুনর্বিকশিত স্টেশন হয়ে উঠবে সেই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক প্রগতির কেন্দ্রস্থল

পশ্চিমবঙ্গের যে স্টেশনগুলির পুনর্বিকাশ করা হবে

আলুয়াবাড়ী রোড জংশন	বহরমপুর কোর্ট	ধূপগুড়ী	কালিয়াগঞ্জ	নিউ ফরাক্কা	শেওড়াফুলি জংশন
অম্বিকা কালনা	বেথুয়াডহরী	দিনহাটা	কামাখ্যাগুড়ি	নিউ মাল জংশন	তারকেশ্বর
অন্ডাল জংশন	বিন্নাগুড়ি	ফালাকাটা	কাটোয়া	পাণ্ডবেশ্বর	
আসানসোল জংশন	বোলপুর (শান্তিনিকেতন)	হলদিবাড়ী	কৃষ্ণনগর সিটি জংশন	রামপুরহাট জংশন	
আজিমগঞ্জ জংশন	চাঁদপাড়া	হাসিমারা	মালদা টাউন	সামসী	
বর্দ্ধমান জংশন	দলগাঁও	জলপাইগুড়ী	নবদ্বীপ ধাম	শিয়ালদহ	
ব্যারাকপুর	ডালখোলা	জলপাইগুড়ি রোড	নিউ আলিপুরদুয়ার	শান্তিপুর	

পরিযোজনার শিলান্যাস করবেন

নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী

(ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে) ৬ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখে, সকাল ১১টা

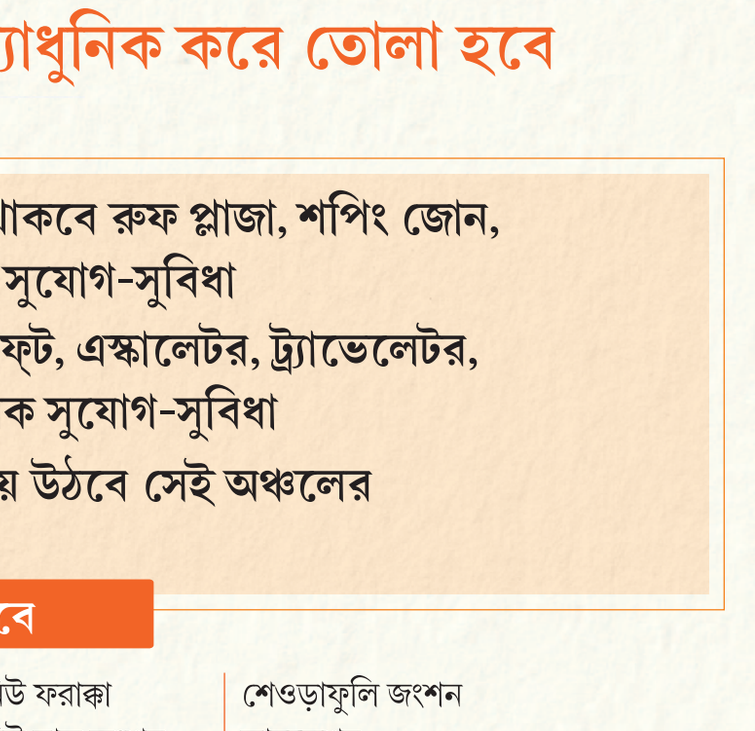

গৌরবময় উপস্থিতি

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় রেল, যোগাযোগ, ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী

রাওসাহেব পাটিল দানভে
কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, রেল, কয়লা ও খনি মন্ত্রক

দর্শনা জারদোশ
কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, রেল ও বস্ত্র মন্ত্রক

DD NEWS এ অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দেখুন

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

আমি কার্ত্তিক মাজী, পিতা জ্যোতি প্রকাশ মাজী, গ্রাম- ভবানীপুর, পোঃ- দাঁড়পুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৩০৫, এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি বিগত দশ (১০) বছরের অধিককাল সময় চুঁচুড়া আদালতে ল' ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমি পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিল, কলিকাতায় আমার লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনেরো (১৫) দিনের মধ্যে তাহা কাউন্সিল অফিসে দাখিল করিতে হইবে নচেৎ আপত্তি অগ্রাহ্য হইবে।

নাম-পদবী

LIC এর 1) 423890934 2) 427291666 নং পলিসিতে আমার নাম মোঃ সিরাজুল হক পিতা মৃত আইজুদ্দিন মন্ডল ছিল। গত ২৭-৭-২৩ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি সিরাজুল হক মন্ডল পিতা মৃত আফাজুদ্দিন মন্ডল নামে পরিচিত হলাম।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ ই আগষ্ট। পঞ্চমী তিথী। রবিবার। ২০ শে শ্রাবণ জন্মে মীনরাশি। অষ্টোত্তরি শুক্র র মহাদশা। বিংশোত্তরি শনির মহাদশা কাল, মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ রবিবার দুশ্চিন্তা মুক্ত সময়। পরিবার স্বজনের সাথে সম্পর্ক শুভ হবে। শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা শুভ যোগাযোগ। জমি বাড়ি বাস্ত বিষয় শুভ। যারা লেখালেখি করেন সাংবাদিকতা করেন, তাদের কাছে আজ কিছু সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন গৃহবধূদের শুভ যোগ প্রেমিক যুগল আনন্দ প্রাপ্তির দিন। সন্তানের সাথে যে মতভেদ ছিল তা মিটে যাওয়ার দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে করি দান করুন দেবতার উদ্দেশ্যে।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে। যারা রাজ্যের বাইরে বা রাষ্ট্রের বাইরে কাজ করেন, তাদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। বাণিজ্য বৃদ্ধির দিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার যট খুলবে। প্রেমিক যুগল বিবাহের দিন নির্ধারণ করতে পারেন। পরিবারের সহযোগিতা পাবেন। প্রবীণ নাগরিক, যারা অসুস্থ ছিলেন, তাদের সুস্থতা লক্ষণ প্রকাশ পাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা অতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজ অবুঝের মত তর্ক করলে সমাজের চোখে সম্মানহানি হবে। বান্ধব প্রতিবেশী দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি না করার জন্য অশান্তির কালো মেঘ। জল ভ্রমণে বিপদ। দূর ভ্রমণে বিপদ। বিবাদ বিতর্ক বিশৃঙ্খলা থাকবে। এক তৃতীয় ব্যক্তি কে নিয়ে পারিবারিক অশান্তি চরমে পৌঁছবে। সতর্ক থাকা উচিত বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ তিনটি প্রদীপ জ্বালুন এবং কর্পূর দ্বারা সমস্ত দেবদেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ মনে হবে কেউ কথা রাখেনি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বিবাদে না গিয়ে, বুদ্ধির দ্বারা কৌশলী হয়ে চেষ্টা করলে সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে শ্বশুরবাড়ির একজন সদস্য দ্বারা কিছু শুভ হবে। অর্থ আসবে ব্যয় হবে দ্বিগুণ। এক প্রতিবেশীর কু নজর আপনার প্রতি আছে। শান্তির উদ্দেশ্যে বাড়ির গৃহ মন্দিরে প্রদীপ প্রজনন করুন এবং শঙ্খ বাজান নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক দাম্পত্য জীবনে শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কোন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। যে পরিবারকে আপনি মাঝে মাঝে উপদেশ দেন, আজ সেই পরিবার আপনার পাশে থেকেই দাঁড়াবে। আপনি আনন্দ পাবেন। খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসা যারা করেন, তাদের অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। এক পুরাতন প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় অর্থবৃদ্ধি সম্ভব। পরিবারের গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দুর্গা প্রদান করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : সকাল থেকেই দোকান বাজার বিষয়কে কেন্দ্র করে, পরিবারে তর্ক-বিতর্ক দানা বাঁধবে। সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। পরিবারের বয়স্ক সদস্যের শরীর খারাপের জন্য দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারের স্কুলে যাতায়াত করে এমন বিদ্যার্থীর জন্য তর্ক-বিতর্ক। বেতনভুক কর্মী যারা, তাদের কিছু সমস্যা তৈরি হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর আপনার দিকে থাকবে। তর্ক-বিতর্ক না করে ধৈর্য ধরা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন এবং নমো শিবায় কথাটি বলুন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : শশুর বাড়ির স্বজনের বুদ্ধির দ্বারা, গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের দ্বারা, অশুভ অবস্থান। পারিবারিক বিষয় প্রতিবেশীর অশুভ নজর, আপনার দিকে থাকার কারণে, নানা বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। কোন রাজনৈতিক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। যিনি বলেছিলেন কাজটি করে দেব ,কাজটি না হওয়ার জন্য মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি হবে। যানবাহন বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা। কোন ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স জিনিস খারাপ হয়ে পড়তে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন

বৃশ্চিক রাশি : ছোট ভ্রমণের দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। অবিবাহিত জাতক জাতিকাদের প্রেম আসবে। বিবাহের সম্ভাবনা আসবে।যারা বেতনভুক কর্মচারী, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ র সহযোগিতায় আজ বড় কোন কাজ হয়ে পড়বে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বৃদ্ধি। গৃহবধূদের শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ভগবান গনেশের চরণে হলুদ নিবেদন করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, আজ তা সমস্যা মুক্তির দিন। কোর্ট কাছারিতে যে মামলা ছিল, আজ আইন আপনার পক্ষে রায় দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থিতি। কিছু নতুন যোগাযোগের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। বাস্তুভূমি গৃহ জমি বিষয়ে শুভ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ পাওয়ার সম্ভাবনা, প্রেমিক যুগল শুভ গৃহবধূদের শুভ। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে চন্দন দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : শুভ দিন ছাত্র-ছাত্রী দের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সময়। যারা রাষ্ট্রের বাইরে কাজ করেন তাদেরও বহু সুযোগ আসবে। আজ শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে শ্বশুরবাড়ির একজন সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। কোন বান্ধব দারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সম্ভাবনাময় দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, ভগবান গণেশের উদ্দেশ্য দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে

কুম্ভ রাশি : আজ নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে চলুন। বিবাদ বিতর্ক থাকবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সকালবেলায় প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ। বিতর্ক থাকবে। ইনকাম ট্যাক্স সেল ট্যাক্স এর ফাইল দেখে নিয়ম অনুযায়ী চলুন। নয়তো গভর্মেন্টের কোন চিঠি আপনার উদ্দেশ্যে আসতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা। গৃহবধূদেরও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান ভোলেনাথের উদ্দেশ্যে নারিকেল প্রদান করুন বিপদনাশ হবে।

মীন রাশি :পুরাতন এক বান্ধবীর সঙ্গে হঠাৎ যোগাযোগের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারের শুভ। যারা শিক্ষকতা করেন, যারা অধ্যাপনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ডিভোর্সের মামলা যাদের চলছে তাদের ধৈর্য ধরা উচিত, নিশ্চয়ই শুভ হবে। শিল্পী কলাকুশলী যারা-- বিশেষত ক্যামেরাম্যান যারা তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। শুভ যোগাযোগ হবে। ধৈর্য রাখলে সফলতা নিশ্চিত । আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান ভোলেনাথ তার উদ্দেশ্যে সাদা মিষ্টান্ন প্রদান করুন শুভ হবে।

(হিরোসিমা দিবস। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় তিরোধান দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

৩৫ বছর পর এসইউসি-র সমাবেশ

আদর্শ ও অবস্থান নিয়ে সিপিএমকে খোঁচা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ ৩৫ বছর পর শনিবার ব্রিগেডে সমাবেশ করল এসইউসি। সেখান থেকেই ইন্ডিয়া জোটে যাওয়ায় সিপিএম-সহ বাম দলগুলির তীব্র সমালোচনা করল এসইউসি। এদিন শুরু থেকেই সিপিএমের বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা আক্রমণ শানাতে দেখা যায় এই বাম দলের নেতাদের। সিপিএমের নৈতিক দায়, রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়েও তোলা হয়েছে প্রশ্ন। ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূলের সঙ্গে হাত মেলানো নিয়েও করা হয়েছে কড়া আক্রমণ। আক্রমণ করা হয়েছে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানো নিয়ে। পাশাপাশি দলের নেতারা সুর চড়ান বিজেপি ও আরএসএসের বিরুদ্ধেও। বিজেপি ও আরএসএসের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি নিয়েও এদিন শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন দলের নেতারা। বিজেপি দেশ চালানোর নীতি নিয়ে করেন কড়া সমালোচনা।

শনিবার ব্রিগেড ময়দানে এক সভায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ বলেন, 'সিপিএম, সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি আজ বামপন্থা থেকে আদর্শচ্যুত হয়েছে। তারা বামপন্থাকে কলঙ্কিত করেছে।' তিনি প্রশ্ন তোলেন, ৩৪ বছর রাজত্ব করেও সিপিএম কেন শক্তি বাড়াতে পারল না। বামেরা ইন্ডিয়া জোটে যাওয়ায় সিপিএম, আরএসপি, ফব, সিপিআইকে কড়া ভাষায় বেঁধেন এসইউসি নেতা প্রভাস ঘোষ। তিনি বলেন, 'ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেস, তৃণমূল আছে। বামেরা আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে সেই জোটে গিয়েছে। এই জোট সাধারণ মানুষের স্বার্থ দেখার জন্য তৈরি হয়নি। সিপিএমের গোড়ায় গলদ। মার্ক্সবাদের পুঁথিগত বিদ্যা নিয়েই তারা ব্যস্ত। তার কোনও ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই সিপিএমের কর্মসূচিতে। মার্ক্সবাদ একটা সাধারণ বিজ্ঞান। দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী তা ঠিক করা প্রয়োজন। কিন্তু বামপন্থীরা তা নিয়ে এখন মাথা ঘামায় না।'

এসইউসি নেতা এদিন বাম, বিজেপিকে আক্রমণ করলেও কংগ্রেস এবং তৃণমূলকে সেভাবে আক্রমণ শাননি। কংগ্রেস সম্পর্কে দু'চার কথা বললেও প্রভাস ঘোষ তৃণমূল সম্পর্কে কার্যত নীরবই থেকেছেন। প্রভাস ঘোষ বলেন, 'শিবদাস ঘোষের আদর্শে অবিচল থেকে এসইউসি একাই বাম বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে। একই সঙ্গে এসইউসি লড়াই করবে বিজেপির বিরুদ্ধে। ২০২৪ সালে বিজেপিকে সরানোই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য।' তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে বলেন, বিজেপি সংসদে সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরতে বাধা দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দেশ জুড়ে গণ আন্দোলন গড়ে তোলাই এসইউসির আশু কর্তব্য।

শুক্রবার রাত থেকে সমাবেশের জন্য কলকাতায় ভিড় বাড়ছিল। খাওয়া থেকে থাকার জন্য সাহায্য মিলছিল রাত থেকেই। সমাবেশের আগে দূরবর্তী জেলা ও ভিন্‌রাজ্যের এসইউসি কর্মী-সমর্থকদের রাত্রিবাসের জন্য একাধিক সরকারি জায়গা খুলে দেওয়া হয়েছিল। সল্টলেক স্টেডিয়াম, কসবার গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, নেতাজি ইনডোর, আলিপুরের মুক্তমঞ্চ 'উত্তীর্ণ'-য় ছিলেন তাঁরা। প্রশ্ন, এই সাহায্যের হাত কাদের। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। বামপন্থী দল এসইউসি ব্রিগেডে সমাবেশ ঘোষণার পর থেকেই শাসক তৃণমূল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাদের 'সহায়তা' করার। কারণ, শাসকদল না চাইলে সমর্থকদের জমায়েত এনে রাখার জন্য পরিকিঠামোগত সহায়তা পেত না 'বিরোধী' এসইউসি।

প্রকাশ্যে অবশ্য তৃণমূলের কোনও নেতাই বিষয়টি স্বীকার করছেন না। তাঁদের বক্তব্য, যে কোনও বিরোধী দলই ব্রিগেডে সমাবেশ করলে এই ধরনের 'সরকারি সহায়তা' পাবে।

সবুজ বাজির ক্লাস্টার তৈরিতে জোর নবান্নর, চিহ্নিত জনবসতিহীন জায়গা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক'টা মাস পরেই দুর্গাপুজো। তারপরেই কালীপুজো, দীপাবলি। উৎসবের মরশুম । তার আগে রাজ্যে সবুজ বাজির ক্লাস্টার তৈরিতে জোর দিল নবান্ন। শনিবার এই বিষয়ে বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র সচিব বি পি গোপালিকা, এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম সহ হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া ও পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার।

বৈঠক সূত্রে খবর, জনবসতিহীন এলাকায় এই ক্লাস্টার তৈরি করা হবে। প্রশাসনের তরফে বেশ কিছু জায়গা নিশ্চিত করা হয়েছে। সেখানে এই ধরনের ক্লাস্টার তৈরির কাজ যত শীঘ্র সম্ভব শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশের শীর্ষ কর্তারা। সেক্ষেত্রে পুজোর মরশুমের আগেই বাজি শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীদের সুরাহা হয়। ইতিমধ্যে পরিবেশ বান্ধব আতশবাজি তৈরির জন্য নাগপুর থেকে ২২ জন দক্ষ প্রশিক্ষক রাজ্যে এসেছেন। তারা ইচ্ছুক বাজি কারিগরদের প্রশিক্ষণ দেবেন। ইতিমধ্যেই প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ এই ধরনের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন বলেই খবর।

তবে এর পাশাপাশি যারা এখনও অবৈধ বাজি তৈরির কাজে যুক্ত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জেলা পুলিশ সুপারদের আলাদা করে বার্তা দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে নবান্ন কোনওরকম শিথিলতা বরদাস্ত করতে রাজি নয়।

প্রসঙ্গত এগরা বাজি কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটার পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবুজ বাজির এই ক্লাস্টার তৈরির বিষয়ে নিজের মনোভাব জানিয়েছিলেন। তারপর এই নিয়ে নবান্নে ও জেলায় জেলায় বেশ কয়েকটি বৈঠকও হয়েছে। দু'দিন আগে নবান্নে বিভিন্ন বাজি ব্যবসায়ী সমিতি ও বাজি কারখানার সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীও। এবার এই বিষয়েই জেলা প্রশাসনকে কড়া বার্তা দিল নবান্ন।

পানীয় জলের সংকটে সমস্যা, ঘুরে বেড়াচ্ছে কুকুর-বেড়াল!

ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। ভাটপাড়া ও জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষজনও এখানে চিকিৎসা করাতে আসেন। এই হাসপাতালে রোগীদের চাপ অত্যাধিক। কিন্তু গত দু-তিনমাস ধরে পানীয় জলের সংকটে জেরবার এই হাসপাতাল।

অভিযোগ, বাইরে থেকে জল আনতে হচ্ছে কিংবা জল কিনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। হাসপাতালে আসা রোহিত সরকার নামে এক যুবক জানান, প্রায় তিন মাস ধরে হাসপাতালে পানীয় জলের সমস্যা। হাসপাতাল সুপারকে জানিয়েও সুরাহা মেলেনি। হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা মানুষজনের অভিযোগ, যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে কুকুর-বিড়াল। রোগীদের পায়ে পায়ে বিড়াল ঘুরে বেড়ায়। ঠিকমতো সাফাইও করা হচ্ছে না।

জলের সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে হাসপাতাল সুপার মিজানুল ইসলাম বলেন, 'ভাটপাড়া পুরসভার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। পুরসভার পক্ষ থেকে পানীয় জলের ট্যাঙ্ক করে দেবার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এখন পুরসভার অপেক্ষায় রয়েছি।' কুকুর-বিড়াল ঘুরে বেড়ানো নিয়ে হাসপাতাল সুপারের সাফাই, 'হাসপাতালে পর্যাপ্ত স্টাফ নেই। স্টাফের অভাবে কুকুর-বিড়াল সামলানো সম্ভব নয়।' তাঁর বক্তব্য, কুকুর-বেড়াল ধরে অন্যত্র ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে মহকুমাশাসক ও স্থানীয় পুরসভাকে জানিয়েছি। হাসপাতাল সুপারের কথায়, কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কিংবা পুরসভা কুকুর-বিড়াল তাড়ানোর উদ্যোগ নিলে খুব ভালো হত।

কয়েকটি গ্রামীণ হাসপাতালকে জেলা হাসপাতালের সমতুল্য করার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ঢেলে সাজাতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন জেলার বেশ কয়েকটি গ্রামীণ হাসপাতালকে চিহ্নিত করে সেগুলিকে জেলা হাসপাতালের সমতুল করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে, রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর সম্প্রতি মালদা জেলার ৩০ শয্যা বিশিষ্ট গাজোল জেলা হাসপাতালকে ১৪০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে পরিবর্তিত করার কাজ শুরু করেছে। হাসপাতালের জন্য ১১১ টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

একই রকম ভাবে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লকের চূড়ামণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১০ শয্যার হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে এবং আটজন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। পূর্ব দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর এক ব্লকের পূর্ব গাব বেড়িয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে উন্নীত করার কাজ শুরু হয়েছে। নদিয়ার বেথুয়াডহরির গ্রামীণ হাসপাতালকে ১১৪ বিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের রূপ দেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যপরিকাঠামোর মান উন্নয়নে চুক্তি ভিত্তিক ১১ হাজার ৫০০ স্বাস্থ্য কর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এর আগে স্বাস্থ্য দপ্তর অন্যান্য শূন্য পথ পূরণের পাশাপাশি সরকারি চিকিৎসকদের ১২০০-র বেশি পদ পুরাণের কথা ঘোষণা করেছে। এই পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ১৮০০ চিকিৎসক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে জোর কদমে। মুখ্যমন্ত্রী গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো অবিলম্বে ঢেলে সাজাতে স্বাস্থ্য দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ডিম উৎপাদনে স্বনির্ভর হবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে রাজ্য ডিমের উৎপাদনে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। ২০২৪-২৫ অর্থ বছর থেকেই নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে ভিন রাজ্যে ডিম রপ্তানি শুরু করা যাবে বলে আশাবাদী রাজ্য সরকার। রাজ্যে ডিমের উৎপাদন বাড়াতে সরকারের তরফে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পাঁচটি অত্যাধুনিক মেগা পোল্ট্রি ফার্ম তৈরি করা হয়েছে। মেখলিগঞ্জ, ইংলিশ বাজার, পুরুলিয়া, শালবনী এবং হরিণঘাটায় একটি করে এ ধরনের ফার্ম তৈরি করা হচ্ছে। যার প্রতিটিতে ৩ লক্ষ মুরগী পালন করা যাবে। এই পাঁচটি সরকারি পোল্ট্রি ফার্ম চলতি বছরের শেষ থেকেই উৎপাদন শুরু করবে। এবং ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে বাৎসরিক ৪৬ কোটির মত ডিম উৎপাদন করবে বলে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

এছাড়া পোল্ট্রি শিল্পকে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকারের গৃহীত উৎসাহ ভাতা প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায় ১৫৬ টি বেসরকারি পোল্ট্রি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। যার মধ্যে ১৩৭টি ফার্মে ইতিমধ্যেই ডিম উৎপাদন শুরু হয়েছে। এই সমস্ত বেসরকারি পোল্ট্রি ফার্ম একসঙ্গে উৎপাদন শুরু করলে রাজ্যে বাড়তি প্রায় ২৩০ কোটি ডিম উৎপাদন সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে দিন ও মাংস উৎপাদনের উৎসাহ দিতে চলতি আর্থিক বছরের বাজেটে ১১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের গত দু বছরে ১৪ লক্ষ কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে।

অটিজিম-এর শিকার ছেলে-মেয়েদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল কলকাতা পুলিশ। মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যার নাম অটিজম। শনিবার পিটিএস অডিটোরিয়াম পশ্চিমবঙ্গ অটিজম সোসাইটির সাহায্যে বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করল পুলিশ। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মুরলীধর সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

গরম বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে, থাকছে হাল্কা বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারী নয়, হাল্কা বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গে। তেমনই ইঙ্গিত দিল হাওয়া অফিস। শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। তবে এদিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গে উপরের পাঁচ জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, কলকাতায় আগামী ৪৮ ঘণ্টায় তাপমাত্রা বাড়বে। বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

এদিকে দক্ষিণবঙ্গ আগামী ২ দিনে বাড়বে তাপমাত্রা। ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। রবিবার পর্যন্ত গরম বাড়বে। আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তিও থাকবে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। সোমবার থেকে ফের কমবে তাপমাত্রা। পরবর্তী দু-তিনদিনে তাপমাত্রা দু থেকে তিন ডিগ্রি কমবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। সোমবার বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। বাকি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মালদহ ও দুই দিনাজপুরে।

এদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে। বুধবার ৯ অগাস্ট থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে উত্তরবঙ্গে।

এস বি পার্ক সার্বজনীন দুর্গোৎসব-এর এবারের থিম 'এলেম নতুন দেশে'। থিম লঞ্চের অনুষ্ঠানে ছিলেন সম্পূর্ণা লাহিড়ী, এসবি পার্ক সর্বজনীন দুর্গোৎসব ২০২৩-এর অভিনেত্রী ও ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সঙ্গীত পরিচালক জয় সরকার। তিনি থিম মিউজিকও তৈরি করেছেন। প্রতিমা শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

পেজ ৩

৪ রাম মন্দির আসলে সত্যের অঞ্জলি

গাড়ির ধাক্কায় মৃত পুলিশকর্মী-সহ ২ ৭

কলকাতা ৬ অগস্ট ২০২৩ ২০ শ্রাবণ ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ৫৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 6.8.2023, Vol.17, Issue No.57, 8 Pages, Price 3.00

অবশেষে চাঁদের কক্ষপথে ঢুকে পড়ল চন্দ্রযান-৩

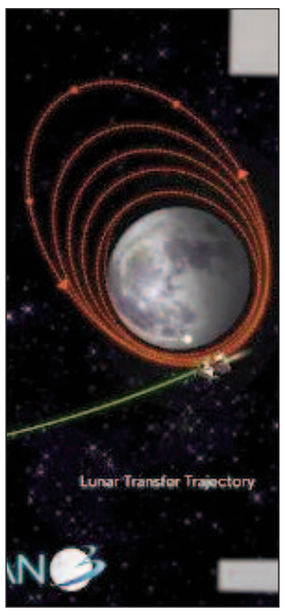

শ্রীহরিকোটা, ৫ অগস্ট: অবশেষে চাঁদের দেশে ঢুকে পড়ল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর তৈরি চন্দ্রযান-৩। শনিবার সন্ধ্যায় চন্দ্রযান-৩ নির্বিঘ্নেই চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করেছে। যে মুহূর্তের জন্য দিন গুনছিল গোটা দেশ।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান কাটিয়ে আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল চন্দ্রযান-৩। শনিবার তা চাঁদের কক্ষপথে ঢুকে পড়ল। এ বার ধীরে ধীরে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহের দিকে এগোনোর পালা তার। চাঁদের চারদিকে পাক খেতে খেতে ক্রমশ গতি কমাবে চন্দ্রযান-৩। ধীরে ধীরে গন্তব্যের দিকে এগোবে। কারণ, চাঁদের আকর্ষণবল পৃথিবীর চেয়ে ছয় গুণ কম। তার পরেই অপেক্ষা করে রয়েছে 'আসল পরীক্ষা'। চাঁদের মাটিতে প্রথম পা রেখেছিলেন আমেরিকার মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং। ঘটনাচক্রে, শনিবারই তাঁর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী।

চন্দ্রযান-৩-এর প্রাথমিক গন্তব্য চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে। তার পর চন্দ্রাভিযানের সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন পর্বটি অপেক্ষা করে আছে ইসরোর জন্য। ২৩ অগস্ট সন্ধ্যা ৫টা ৪৭ মিনিট নাগাদ রোভার প্রজ্ঞানকে পেটের ভিতরে নিয়ে 'পাখির পালকের মতো অবতরণ' (সফট ল্যান্ডিং) করার কথা ল্যান্ডার বিক্রমের। চার বছর আগে ঠিক ওই পর্যায়ে এসে ব্যর্থ হয়েছিল ইসরোর 'চন্দ্রযান-২'।

সৌরনীলের প্রাণহানির পর এবার হুঁশ ফিরল প্রশাসনের

বেহালা চৌরাস্তায় বসল ৫টি মুভেবল ড্রপগেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেহালার দুর্ঘটনাকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘাতক লরির চালক এবং খালাসিকে শুক্রবারই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তার পরেও ধরপাকড় চলছে। শনিবার দুপুরে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি জানান, শুক্রবারের ঘটনা সত্ত্বেও দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাইয়ের মতো বড় শহরগুলির তুলনায় কলকাতায় পথ নিরাপত্তা অনেক বেশি। পাশাপাশি, তিনি দুর্ঘটনা এড়াতে পথচারীদেরও সতর্ক হওয়ার কথাও বলেন। বিনীতের কথায়, 'সব সময় যে গাড়িচালকের ভুল থাকে, তেমনটা নয়। মাঝেমধ্যে পথচারীদেরও ভুল থাকে।'

শুক্রবার সকালে বেহালা চৌরাস্তার কাছে লরি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় বড়িশা হাই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র সৌরনীল সরকারের। লরির ধাক্কায় আহত সৌরনীলের বাবা বর্তমানে এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সেই ঘটনার জেরে শুক্রবার সকাল থেকেই রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার রোডের উপর বেহালা চৌরাস্তা এলাকা। দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে পুলিশ ও উন্মত্ত জনতা। কিন্তু এক দিন পরেই সেই চৌরাস্তাতেই পুলিশি তৎপরতা চূড়ান্ত।

শনিবার সকাল থেকে বেহালা চৌরাস্তায় মোট পাঁচটি মুভেবল ড্রপগেট বসানো হয়েছে। পথচারীদের চলাচলের জন্য রাস্তার একপাশে দড়ি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেডের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পথচারীরা জেব্রা ক্রসিং দিয়ে পারাপার করছেন কি না, সেদিকে কড়া নজর ট্রাফিকের। নির্দিষ্ট জায়গা থেকেই উঠতে হচ্ছে বাস, অটোয়। লালবাজারের পরিকল্পনা অনুযায়ী,

এবার সকাল ৬টার পর থেকে কলকাতায় কোনও ট্রাক বা ভারী গাড়ি চলাচল করবে না। প্রত্যেকটি স্কুলের সামনে পুলিশ মোতায়েন করা থাকবে। কোনও দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাফিক গার্ডের পুলিশই আহত বা দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির দেহ সরিয়ে ফেলবে। চৌরাস্তায় রাস্তা পারাপারের সুবিধার জন্য 'বুম ব্যারিয়ারের' ব্যবস্থাও করা হয়।

শনিবার সকালে পথ নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে আসেন সিপি। শুক্রবারের দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'রাত থেকেই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি নিজে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছি। দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, কলকাতার মধ্যে তুলনা করে দেখে নিন। সব থেকে ভাল পথ নিরাপত্তা রয়েছে কলকাতাতেই। সব সময় গাড়ির ভুল থাকে না। পথচারীদেরও ভুল থাকে। তাই পথচারীদের মধ্যেও সচেতনতা বাড়াতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'বড় রাস্তা পার হওয়ার সুবিধার্থে রাস্তার মাঝে আমরা একটা করে আইল্যান্ড করে দেব। যাতে মানুষ মাঝখানে এসে দাঁড়াতে পারে। সচেতনতা এক রাতে আসে না। সময়ের সঙ্গে আসে। মানুষ যদি পুলিশকে সহায়তা না করে, তা হলে হবে না। কিছু মানুষ এখনও সহায়তা করছেন না। আগের বছরগুলির রেকর্ড দেখতে হবে। তা হলেই বোঝা যাবে দুর্ঘটনা বেড়েছে না কমেছে।'

বন্দিমুক্তি ফাইল স্বাক্ষর না করে ফেরত রাজ্যপালের

স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচি নিয়ে জটিলতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপাল বন্দিমুক্তি সংক্রান্ত ফাইলে স্বাক্ষর না করায় স্বাধীনতা দিবসে প্রথামাফিক বন্দি মুক্তির কর্মসূচি নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে বলে রাজ্য কারা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। কারাদণ্ডের মেয়াদ, বন্দিদের আচার-আচরণ সহ বেশ কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভর করে প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবসে বিভিন্ন সংশোধনগারের কিছু বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়। এবারেও সেই মর্মে একটি তালিকা তৈরি করে রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত রাজ্যপাল ওই ফাইলে সই না করায় প্রক্রিয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে রাজভবনের অনুমতি জরুরি। সূত্রের খবর, যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কিংবা নির্দিষ্ট সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের মধ্যে থেকেই কিছু বন্দিকে শনাক্ত করে বন্দি মুক্তি কমিটি। আচার-আচরণের আমূল পরিবর্তনের পাশাপাশি বন্দিদের একাংশের বয়স, শারীরিক অসুস্থতার বিষয়টিও মানবিকতার সঙ্গে বিচার করা হয়। তারই ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করে এবং যে-আদালত সংশ্লিষ্ট বন্দিকে সাজা দিয়েছে, সেখান থেকে অনুমতি মিললে তবেই তার নাম চূড়ান্ত তালিকায় রাখা হয়। এরপরই সেই তালিকা পাঠানো হয় রাজভবনে। নবান্ন থেকে পাঠানো বন্দিদের সেই তালিকা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন রাজ্যপাল। সেই কারণেই তিনি ফাইল আটকে রেখেছেন। এর ফলে বন্দিমুক্তির পুরো প্রক্রিয়াটি ঝুলে রয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের আর হাতে গোনা কয়েকদিন বাকি। রাজ্যপাল অনুমোদন দেওয়ার পর পদ্ধতিগত কিছু কাজকর্ম মিটিয়ে তবেই স্বাধীনতা দিবসের প্রাক মুহূর্তে বন্দিদের মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়। এবার শেষ মুহূর্তে রাজ্যপাল তালিকায় অনুমোদন দিলেও আদৌ স্বাধীনতা দিবসের আগে সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। সে ক্ষেত্রে রাজ্যপালের সৌজন্যে এবার চিরাচরিত প্রথা মাফিক স্বাধীনতা দিবসে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে পারবেন না রাজ্যের বন্দিরা।

ইডি আমাকে ডাকবে না, আত্মবিশ্বাসী নুসরত!

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাম অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাট নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কিন্তু তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান নিশ্চিত; ইডি তাঁকে ডাকবে না! শুক্রবার শহরের একটি ফিল্মি পার্টিতে অভিনেতা যশ দাশগুপ্তের পাশে দাঁড়িয়ে জোর দিয়ে এমনই বলেছেন নুসরত। তবে নুসরতের ঘনিষ্ঠদের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এলেও নুসরত খুব বিধ্বস্ত হয়ে পড়েননি।

বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেত্রী নুসরত ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে 'প্রতারণা' করেছেন বলে অভিযোগ জমা পড়েছে ইডির দপ্তরে। প্রথমত, বাংলায় বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতির মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি

যথেষ্ট সক্রিয়। দ্বিতীয়ত, ইডির কাছে 'প্রতারিত'-দের নিয়ে গিয়েছে বিজেপি। তা সত্ত্বেও নুসরত কী করে এত নিশ্চিত যে, ইডি তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না?

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যশ দাশগুপ্ত বলেন, 'আপনাদের বুঝতে হবে বিষয়টা কোর্টে রয়েছে। এবার যা বলার কোর্ট বলবে। আর মিডিয়াতে অভিযোগের পর অভিযোগ আসতে থাকে যার কোনও ভিত্তি থাকে না। এ নিয়ে শুধু কথা বাড়ে। এর থেকে বেশি কিছু হয় না। তাই আমার মনে হয় এ বিষয়ে কোর্টের নির্দেশেরই অপেক্ষা করা উচিত। এর আগেও সময় প্রমাণ দিয়েছে, এখনও দেবে। ইডি ওকে ডাকবে না।'

অন্যদিকে এ বিষয়ে যশকে পাশে পেয়ে যেন আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী দেখাল নুসরতকে। সাফ বললেন, 'আগের সাংবাদিক বৈঠকে আমি ইতিমধ্যেই যা বলার বলেছি। বাকিটা তো কোর্টে রয়েছে।' এরপরই হাসতে হাসতে বলেন, 'ইডি আমায় ডাকবে না।'

কল্যাণী লোকালে আগুন আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলন্ত কল্যাণী লোকালে একটি কামরা থেকে ধোঁয়া বেরোনোয় আতঙ্ক ছড়াল যাত্রীদের মধ্যে। শনিবার সন্ধ্যায় দমদম স্টেশনে ঢোকা লোকাল ট্রেনটির একটি অংশে ধোঁয়া দেখতে পান যাত্রীরা। আগুন ধরেছে, আশঙ্কা করে ট্রেন থেকে নেমে পড়েন তাঁরা। পরে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে আগুন নেভায় রেলপুলিশ।

প্রায় ২০ মিনিট দমদম স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয় কল্যাণী লোকাল।

মহানগরীর ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে মনিটরিং সেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেহালা চৌরাস্তায় পথদুর্ঘটনায় শিশু মৃত্যুর ঘটনার জেরে একগুচ্ছ কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে কলকাতা পুর নিগম ও কলকাতা পুলিশ। মহানগরীর ফুটপাথ থেকে জবরদখলকারীদের সরাতে এবার চালু হচ্ছে মনিটরিং সেল। বারবার অভিযোগ উঠেছে রাস্তা ও ফুটপাথে বেআইনি দখলদারির জেরে মানুষের হাঁটার জায়গা থাকছে না। এবার সেই ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে তৎপর হল পুর নিগম। শনিবার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, ফুটপাথ দখল নিয়ে নজরদারি চালাতে মনিটরিং সেল গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, এবার থেকে আর কোনও ব্যস্ত ক্রসিংয়ে হকার বসতে দেওয়া হবে না। ক্রসিং থেকে অন্তত ৫০ মিটার দূরে তাঁরা বসতে পারবেন। বেহালার ফুটপাথ দখল করার অভিযোগ রয়েছে হকারদের একাংশের বিরুদ্ধে। বারবার বলেও কোনও কাজ হয়নি। বিষয়টি নিয়ে কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েলের সঙ্গে কথা বলবেন। তারপরই তৈরি করা হবে মনিটরিং সেল। কয়েকটি থানাকে এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেআইনি জবরদখলকারীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার জন্যই তৈরি করা হচ্ছে এই বিশেষ মনিটরিং সেল। কলকাতার নগরপালের সঙ্গে বৈঠকের পরই গঠিত হবে এই যৌথ মনিটরিং সেল। এই সেল শহরের বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত নজরদারি চালাবে। এদিকে শনিবার কলকাতার পুলিশের তরফ থেকে ফের ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টরদের নির্দেশিকা দেওয়া হল। নির্দেশিকায় জানানো হয়, ৮ টা নয়, সকাল ৬টা থেকেই কলকাতা শহরে নিষিদ্ধ হচ্ছে লরির এন্ট্রি। এও বলা হয়, সরকারি বা বেসরকারি স্কুল বলে আলাদা কিছু নয়,সমস্ত স্কুলের সামনেই ট্রাফিক পুলিশের অফিসার মোতায়েন থাকবে। কোনও জায়গায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে, সবার আগে মৃতদেহ তুলতে হবে। বেহালা কাণ্ডের পর বাহিনী নিয়ে তৎপর লালবাজার। শুক্রবার সমস্ত ডিভিশন থানাতে লালবাজারের নির্দেশিকা পাঠানো হয়।

বেহালার পর নদিয়ায় ছাত্রকে পিষল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেহালায় ছাত্রমৃত্যুর এক দিনের মধ্যে প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি নদিয়ায়। শনিবার পলাশীপাড়ার কুলগাছিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রের। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম রবিউল শেখ। ১২ বছরের ওই স্কুলছাত্র রাজ্য সড়কে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময়ে একটি পিক-আপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ছাত্রের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা এলাকায়। পুলিশকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়েরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাড়ির কাছেই বেতাই-পলাশীপাড়ার রাজ্য সড়কে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওই কিশোর। সেই সময় একটি পিক-আপ ভ্যান তাকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়েরা তড়িঘড়ি রবিউলকে উদ্ধার করে পলাশীপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পুলিশ গেল তাদের ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়।

তোষাখানা মামলায় গ্রেপ্তার ইমরান খান

তিন বছরের জেল, ভোটে লড়তে পারবেন না ৫ বছর

ইসলামাবাদ, ৫ অগস্ট: তোষাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে আদালত শাস্তি ঘোষণার পরই গ্রেপ্তার করা হল পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে। শনিবার ইসলামাবাদের একটি আদালত পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর চেয়ারম্যান ইমরানকে তিন বছরের জেলের সাজা দিয়েছে। পাক আইন বলছে, আদালতের এই রায়ের ফলে আগামী পাঁচ বছর ভোটে লড়তে পারবেন না তিনি। পাশাপাশি, তাঁর এক লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।

চলতি বছরেই পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা। বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছিল, মুসলিম নওয়াজ-পাকিস্তান পিপলস পার্টির জোট সরকারের আমলে বেহাল আর্থিক পরিস্থিতির কারণে আবার জনপ্রিয়তা বাড়ছে ইমরানের। কিন্তু ভোটের আগে এই

রায় নির্বাচনী 'পিচে' পাক ক্রিকেট টিমের প্রাক্তন অধিনায়কের 'প্রত্যাবর্তন'কে অনিশ্চিত করে তুলল বলেই মনে করা হচ্ছে। তাঁকে আপাতত লাহোরের কোর্ট লতপত জেলে পাঠানো হয়েছে বলে পাক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছেন।

তোষাখানা মামলার সূত্রপাত গত বছর ইমরান ক্ষমতা হারানোর পরে। দুবাইয়ের এক ব্যবসায়ী দাবি করেন, বিদেশ থেকে ইমরানের উপহার পাওয়া ঘড়ি তিনি ২০ লক্ষ ডলারে কিনে নিয়েছিলেন। ওই ব্যবসায়ী জানান, ২০১৯ সালে যখন ইমরানের দল পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় ছিল, তখন সৌদি আরবের রাজা মহম্মদ বিন সলমন তাঁকে ওই বহুমূল্য ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন।

ওই অভিযোগে প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন ইমরানকে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইমরান গত অক্টোবরে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে আবেদন জানালেও আদালত তা খারিজ করে দিয়ে আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে বলেছিল তাঁকে। এর পর গত মে মাসে ইসলামাবাদ পুলিশ লাইসেন্সের বিশেষ আদালত ইমরানকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল।

মণিপুরে ফের সংঘর্ষে নিহত ৩ মেইতেই, পাল্টা হামলায় পুড়ল কুকি অধ্যুষিত গ্রাম

ইম্ফল, ৫ অগস্ট: ফের অশান্ত মণিপুর। আবার ঘটল সংঘর্ষ এবং মৃত্যুর ঘটনা। শুক্রবার রাতে বিষ্ণুপুর জেলার মেইতেই অধ্যুষিত কাওয়াকটা এলাকায় সশস্ত্র কুকি জঙ্গিদের হামলায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। পাল্টা হামলায় ওই এলাকায় কুকিদের কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে খবর। মণিপুরের সাম্প্রতিক হিংসাপর্বে মায়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী পিডিএফ-এর ভূমিকা নিয়েও বেশ কিছু অভিযোগ উঠেছে। বিষ্ণুপুর-চূড়াচাঁদপুর এলাকায় মেইতেই গ্রামগুলিতে খুন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের একাধিক ঘটনায় ওই গোষ্ঠী জড়িত দাবি পুলিশের। কাওয়াকটায় হামলার ঘটনাতেই পিডিএফ-সংশ্রবের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ

রুখতে যে বাফার জোন তৈরি করা হয়েছে, শুক্রবার রাতে সেই সীমানা টপকিয়েই কয়েকজন ঢুকে পড়ে এবং গুলি চালায়। এরপরই দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। ভাঙচুর, একাধিক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে। দুই দিন আগেও সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে মেতেই গোষ্ঠীর বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে বিষ্ণুপুরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। অভিযোগ, থানা ও নিরাপত্তা বাহিনীর কাছ থেকে অস্ত্র লুঠ করার চেষ্টা করেছিল বিক্ষোভকারীরা। ওইদিনের সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৭ জন আহত হয়। এরপরই পূর্ব ও পশ্চিম ইম্ফলে ফের একবার কড়া কার্ফু জারি করা হয়। প্রসঙ্গত, গত ৩ মে জনজাতি ছাত্র সংগঠন 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ মণিপুর' (এটিএসইউএম)-এর কর্মসূচি ঘিরে মণিপুরে অশান্তির সূত্রপাত। মণিপুর হাইকোর্ট মেইতেইদের তপসিলি জনজাতির মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছিল। এর পরেই জনজাতি সংগঠনগুলি তার বিরোধিতায় পথে নামে। আর সেই ঘটনা থেকেই সংঘাতের সূচনা হয় সেখানে। মণিপুরের আদি বাসিন্দা হিন্দু ধর্মাবলম্বী মেইতেই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কুকি, জো-সহ কয়েকটি তপসিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের (যাদের অধিকাংশই খ্রিস্টান) সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত প্রায় দু'শো জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়ার সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার।

সম্পাদকীয়

মণিপুর, মিজোরামের পর হরিয়ানার অশান্তি কি দেশের জন্য অশনি সঙ্কেত নয়

হরিয়ানার একাধিক এলাকা জুড়ে চলেছে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা। এই ভয়াবহ ঘটনার পিছনে উগ্র হিন্দুত্ববাদী দুটি সংগঠন;বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কালো হাত দেখছেন অনেকে। এই গোষ্ঠী সংঘর্ষের পিছনে যে ব্যক্তির নামে গুঞ্জন সর্বাধিক, তিনি মোহিত যাদব ওরফে মনু মানেসর নামে এক ডাকাবুকো যুবক। হরিয়ানা ও রাজস্থানে তথাকথিত গোরক্ষকদের নেতৃত্বে তিনি। রাজস্থানের ভরতপুর জেলার ঘাটমিকা গ্রামের বাসিন্দা নাসির ও জুনেইদ খুনে এই মানেসরকেই খুঁজছে পুলিস। কিন্তু কোথায় তিনি? এই প্রশ্ন সকলের। তবে দায় এড়ানোর মতোই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর, 'মানেসরের কোনও খবর প্রশাসনের কাছে নেই।' রাজস্থান পুলিস অবশ্য মানেসরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। হরিয়ানার নুহ জেলার এই ঘটনায় দেশের শীর্ষ আদালতেরই হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে। সমস্যাটিকে সুপ্রিম কোর্ট এতটাই গুরুত্ব দিয়েছে যে, প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বুধবার সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছেন বেনজিরভাবে। জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঝপথেই থামিয়ে দেওয়া হয়েছে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ মামলার শুনানি। এবং, সেখানেই হরিয়ানা অশান্তিতে গৃহীত পিটিশনের শুনানির ব্যবস্থা করেন প্রধান বিচারপতি। এই মামলার নথিপত্র তিনিই স্বয়ং খুঁটিয়ে দেখেন এবং তারপর গঠন করে দেন একটি বিশেষ বেঞ্চ। ওই বেঞ্চে রয়েছেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি এস ভি এন ভাট্টি। তালিকাভুক্তির পর বুধবার দুপুরেই এই নয়া মামলার শুনানি শেষ হয়। আদালত পরিষ্কার করে দেয়, ভিএইচপি এবং বজরং দলের মিছিল থেকে ঘৃণার ভাষণ বন্ধ করতে হবে। অন্য কোনওভাবেও যেন হিংসা ছড়াতে না পারে, নিশ্চিত করতে হবে তাও। ওইসঙ্গে স্পর্শকাতর জায়গাগুলিতে অতিরিক্ত পুলিস কিংবা আধা সেনা মোতায়েনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শীর্ষ আদালত আরও জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলিতে রাখতে হবে পর্যাপ্ত সংখ্যায় সিসি ক্যামেরাও। সরকারি প্রশাসন একটু সতর্ক, সক্রিয় এবং কর্তব্যপরায়ণ হলে মানুষকে এতভাবে আদালতের উপর নির্ভরশীল হতে হতো না। মোদিযুগে, বিশেষ করে ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলির পরিস্থিতি দেখে বুঝে ওঠা দায়, সেখানে আদৌ কোনও প্রশাসন বহাল আছে কি না। অথচ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা রাজ্য সরকারগুলিরই এক্তিয়ার। কেন্দ্রীয় সরকারটিও শীতঘুমে চলে গিয়েছে কি না, বিস্ময় জাগে সেই প্রশ্নেও। বিরোধী দল পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলির প্রতি মোদি সরকারের আচরণ অবশ্য জনতার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে দেয় দ্রুত। লোকসভার ভোটের বাকি আর মাত্র আটমাস। হরিয়ানা রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনও আগামী সালে হওয়ার কথা। জনসমর্থন নিয়ে সংশয় পেকে উঠলে বিজেপিসহ গেরুয়া শিবিরের বাঁকা রাস্তায় হাঁটার শখ বেড়ে যায়; উন্নয়ন এবং জনকল্যাণের রাস্তা ছেড়ে তারা মেরুকরণকেই হাতিয়ার করে থাকে; অতীতের একাধিক নির্বাচন ঘিরে এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। হরিয়ানা নিয়েও কি গেরুয়া শিবির তাদের সেই চেনা রাস্তাতেই হাঁটা শুরু করে দিয়েছে? বিরোধীদের মহাজোট 'ইন্ডিয়া'র অন্যতম প্রধান নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে ইতিমধ্যেই সামনে এনেছেন এই গুরুতর অভিযোগ। বিরোধীদের অভিযোগ প্রমাণসহ খণ্ডাবার প্রয়াস শাসকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। আত্মরক্ষার জন্য তাদের দু-একজন যা বলছেন, তা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর। তাই বলতেই হচ্ছে;'পর্বতঃ বহ্নিমান ধূমাৎ'! এই দুর্লক্ষণ শান্তিপ্রিয় দেশবাসীকে শঙ্কিত করে তুলেছে। নরেন্দ্র মোদি এখনও যদি রাজধর্ম পালনে রাজি থাকেন;নীরবতা ভাঙুন, সক্রিয় ও কঠোর হোন, হরিয়ানার আগুন দ্রুত নেভান। শান্তি প্রতিষ্ঠা থেকে এখনও অনেক দূরে মণিপুর। পাশের রাজ্য মিজোরামেরও কিছু অঞ্চলে সমস্যাটি বিস্তারের আশঙ্কা প্রবল। তারই মধ্যে হরিয়ানায় নয়া অশান্তি। এত পাপের ভার এই ভারত সত্যিই আর নিতে পারছে না।

জন্মদিন

আজকের দিন

আদিত্য নারায়ণ

১৯০৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্তিক বোসের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক পার্থ ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী আদিত্য নারায়ণের জন্মদিন।*

রাম মন্দির আসলে সত্যের অঞ্জলি

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

রাম মন্দিরের পুন্য প্রস্তরে যে অসীম ধর্ম মন্ত্র খচিত তা বিশ্বমানবতার সম্পদ। সত্যের পালন, ধর্ম রক্ষা কি তা রামচন্দ্র বারে বারে বুঝিয়েছেন। বিশ্বসভ্যতা যখনই সঙ্কটে পড়বে, রাজনৈতিক টানাপোড়েন যখনই চিন্তিত করবে, সমাজে অন্ধকার যখনই নামবে- রামচন্দ্র তখন উত্তরণের দিশা দেবেন। তাঁকে ভগবান রূপে ভাবি, কিংবা রাজা হিসেবে পরিগণিত করি। বা একজন আমাদেরই মত মানুষ হিসেবেও যদি মান্যতা দিই - যে দৃষ্টিকোণেই দেখিনা কেন তাঁর আদর্শ যুগে যুগে মোহন-মন্ত্রের মত বাজে। রাম চরিত্রের মধ্যেই সুন্দরের সেচন হয়েছে কালে কালে। যিনি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের শিক্ষা দেন জগতকে। তাঁর তেজস্বী রূপ জগতে বন্দিত। তারকা রাক্ষসী বধের পর রামচন্দ্র অসুর মরীচের সাথে যুদ্ধরত। রামচন্দ্র কিন্ত তাকে চাইলেই হত্যা করতে পারতেন। কিন্ত করলেন না। শুধু বক্ষে বান নিক্ষেপ করলেন। মরীচ দূর সাগরে নিক্ষিপ্ত হল। রামায়ণের আদিকান্ডে ৩১ সর্গে উল্লেখ আছে —

ইত্যুক্ত্বা বচনং রামশ্চাপে সন্ধায় বেগবান্।।
মানবং পরমোদারমস্ত্রং পরমভাস্বরম্।
নিক্ষেপ পরমক্রুদ্ধো মারীচোরসি রাঘবঃ।।

তিনি বারে বারে তেজ প্রদর্শন করেছেন কিন্ত সহিংসতা পরিহার করতে চেয়েছেন।

স তেন পরমাস্ত্রেণ মানবেন সমাহতঃ।
সম্পূর্ণং যোজনশতং ক্ষিপ্তঃ সাগরসংপ্লবে।।

সেই ভয়ানক শর প্রহারে দুষ্ট মরীচ হাজার মাইল দূরে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষিপ্ত হল। আরো অদ্ভুত কান্ড মরীচ আর কিন্ত যুদ্ধ করতেই চাইল না। সে রূপান্তরিত হল পারমার্থিক জীবন চর্চায়। আজ যে দ্বীপটিকে আমরা মরিসাস বলে মানচিত্রে চিহ্নিত করি, তাদের পুরাকথানুসারে মারীচ ওখানেই নিক্ষিপ্ত হয়ে সাধুতে রূপান্তরিত হয়। রামচন্দ্র মরিসাসে বা সমুদ্রের ওই পাড়ে কতটা জনপ্রিয়, কতগুলো রামায়ণের সংস্করণ রয়েছে সেসব নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কিন্ত তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ রামচন্দ্রের সমুদ্র ডিঙানো প্রভাব। যে প্রভাবে দুষ্ট চক্রান্তকারীও শিষ্ঠাচারী হয়। তেজ এবং বল প্রয়োগ নয় ; অনেকক্ষেত্রে তার উপযুক্ত প্রদর্শনেও যে স্থিতি শান্তি আনা যায় তা রামচন্দ্রের নরমে গরমে কূটনৈতিক নীতিতেই নিবিষ্ট। আজ বিশ্বের প্রতিটা সমাজদরদী রাষ্ট্র তা সে ভারতবর্ষ হোক কিংবা জাপান- শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমেই সমুদ্র এবং সাগর সংক্রান্ত সুরক্ষা , রাষ্ট্র নিরপত্তা, মৌলবাদী অপশক্তির দমন করছে। ভারত এবং জাপান কেউই রাশিয়া কিংবা ইসলামিক রাষ্ট্রের মত স্বেচ্ছা আক্রমন ভীতি প্রদর্শন সন্ত্রাসী আচরন করেনা। রামচন্দ্রের প্রভাব যে ফল্গুধারার মত ভারতবর্ষ এবং তার বাইরেও সমুদ্রের ও- তীরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়াতে ব্যাপক রাষ্ট্রনৈতিক কূটনৈতিক প্রভাব ফেলে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আন্তর্জাতিক প্রভাব বিস্তারে রামচন্দ্রের মত হিরো আর কেউই কি আছেন? খুঁজি অনুসন্ধান করি। এমন প্রভাবী চরিত্র আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই রামচন্দ্র যুদ্ধ করলেন , লঙ্কা জয় করলেন , বিজয়ক্ষম সেনা দল নির্মান করলেন- এসবই এক প্রতীক। বা সহজ করে বর্ণনা। যদি এ নিছকই গল্প হত- তাহলে তা ভারত উপমহাদেশে কালে কালে রচিত হতনা। তা থাইল্যান্ড থেকে কম্বোডিয়া, শ্রীলঙ্কা থেকে ইরান সর্বত্র তার তাৎপর্যযোগে অস্তিত্ব গুরুত্ব বজায় রাখত না। এ কেবল পুরা কাহিনী নয়। বিশ্ব ইতিহাসের সরনী পর্যালোচনা করলে রামচন্দ্রের প্রভাব বলে দেবে এ এক আস্ত রাষ্ট্র দর্শন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের কৌশল। স্থিতধি নায়কের বর্ণনা। তেজস্বী দলনায়কের চিত্রাঙ্কন। প্রকৃত নায়ককি ঘর ছাড়া হন? রামচন্দ্র থেকে সুভাষ বসু সবাই কেন একই পথের পথিক! সব সুখ প্রাচুর্যতা এক নিমেষে তুচ্ছ করে রাষ্ট্র হিতার্থে এঁরা হাসি মুখে ক্লেশের পথে পথিক হন। সুভাষ বসু থেকে বিবেকানন্দ সবার জীবন আলেখ্য যদি খুব নিঁখুত ভাবে অনুসন্ধান করি, রামের প্রভাব স্পষ্ট। যারা সুখ ত্যাগেই সুখী। যারা ধর্ম সত্য স্থাপনে অচেনা পথে অগ্রসর। যারা ক্লান্ত হননা। পথিক অবস্থাতেই যারা নতুন জায়গায় নতুন সংগঠন তৈরি করেন। সুভাষ বসুর জাপানে আজাদ হিন্দ এবং রামচন্দ্রের সমুদ্রতটে বানর সেনা কোথাও গিয়ে কি সাদৃশ্যতার দাবি করেনা? কৌশলে বুদ্ধিতে পরাক্রমে বলে পরিকল্পনায় রামচন্দ্রের বানর সেনা আর সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ যেন একই ভাবনার দর্শনের পথিক। মনে হয়, যেন তাঁরা কখনও মিলিত হয়েছেন। রাম মন্দিরের যজ্ঞ মন্ত্র যখন উচ্চারিত হয়, তখন তা বিশ্বমানবের চিত্তের রসায়ন বন্দনা করে। বাল্মীকি গ্রন্থ কিংবা কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে যেটাই অনুরসন করুক, কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদে সর্বত্র নায়কের যে চারিত্রিক ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়, তা সভ্যতার ইতিহাস এড়িয়ে যাওয়ার সাহস রাখেনি। তাই রাম চরিত্রের সাথে রাজধর্ম থেকে গার্হস্থ সবকিছুই যেন এক আদর্শ স্তরে বিন্যস্ত। রামচন্দ্র দেবতা নন। তিনি কাতর মর্তমানব। তিনি মানব শ্রেষ্ঠ, নরচন্দ্রমা। যিনি দুঃখময় জীবনে বিজয়বার্তা দেন। তাই আমরা তাঁকে দেবতার আসনে গ্রহণ করেছি। রামায়ণ মহাকাম্য শুধুমাত্র একটাই কারণে, কারণ বিশ্বের অন্য সব মহাকাব্যের মত রামায়ণ শ্রবকাব্যের অংশ। যেখানে একাধিক সর্গ এবং বীরোচিত চরিত্র ও অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। কিন্ত সব মহাকাব্যই কি ধর্মাচারনের রাষ্ট্র গঠনের পররাষ্ট্র নীতির চরিত্র গঠনের সংগঠন স্থাপনের মৌলিক চিরন্তন উপাদান প্রদান করে? করে না। করেনি মহাকাব্য ইলিয়ড-ওডিসি। করেনি গিলগামেস। এই অসম্ভব কাজটাই করতে পেরেছে রামায়ণ, রামচন্দ্র। রামায়ণকে ব্যক্তিনিষ্ঠ বলব নাকি বস্তুনিষ্ঠ বলব তাইই আজ পর্যন্ত বহু পন্ডিত মীমাংসা করতে পারেননি। রাম চরিত্র বিশ্বজনীন গ্রহনযোগ্যতায় সামিল কারণ তা মহিমোজ্জ্বল, ব্যাপক, কিন্ত ধীর। তা গম্ভীর, মহত্বব্যঞ্জক। তাতে আত্মবাণী কম বরং চিরন্তন বিষয়বিন্যাস অধিক। এ আমার আপনার কথা নয়। রাম চরিত্র ও রামায়ণ নির্ণয় করে অনেক মতান্তর জমা দিয়েছেন ইয়োকবি ও ম্যাকডাওয়েল। ঐতিহাসিক কিথ এবং ভিন্টারনিৎস কিংবা বুলকে প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভাবনা চিন্তা এবং রচনার কাল প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কিন্ত সবাই কোথাও গিয়ে সহমত-- রামায়ণ যেভাবে যবে যে ভাষাতেই যতবারই রচিত হোকনা কেন, তাতে কখনও প্রক্ষিপ্ত অংশ এসেছে কখনও আসেনি; সব কিছুর উর্দ্ধে- রামচন্দ্র প্রতিবারই বিশ্বজনীন ন্যায়াচারের ধ্বজা উড়িয়েছেন। রামায়ণে - রাম এবং অয়ন দুটি শব্দের সন্ধান মেলে। বলা হয় - রামস্য চরিতান্বিতং অয়ন শাস্ত্রম্- অর্থাত রাম প্রদর্শিত যাত্রা, পথ, রীতি, কীর্তি। বিশ্বের আর কোনো মহাকাব্য এমন ব্যঞ্জনায় রচিত হয়নি যেখানে হিরো মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে জনমানসে ধর্ম সঞ্চার করতে স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগী। তিনি তাই কিংবদন্তী। যারা যুক্তিবাদী তারা রাম এবং রামায়ণকে ইতিহাস হিসেবে চর্চা করতেই পারেন। এখনই বলতে শুনব সাল তারিখ ইত্যাদি কোথায়। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা কি তবে? টলেমি কিংবা প্লিনি? এঁদের রচনা পুস্তকতো ইতিহাসের সম্পদ। সেখানেও তো কোনো সাল তারিখ পৃথক ভাবে উল্লেখ নেই। ঠিক তেমনই রামচন্দ্র ইতিহাস নিষ্ঠ এক চরিত্র। অলৌকিকতা নিয়ে যদি জিজ্ঞাসা আসে, তবে বলব অলৌকিকতামুক্ত লেখনী ইতিহাস প্রথম শুরু হয় ব্রিটিশদের হাতেই। যারা অলৌকিকতা বর্জন করেছে কিন্ত ইতিহাসে অগনিত মিথ্যাচার এনেছে। প্রাচীন কালের কোনো ইতিহাসই আধুনিককালের মত নির্দিষ্ট দিন ক্ষণ বর্ণিত আয়োজন আনত না। যে কোনো বর্ণনাতেই আমাদের আজকের বিচারে অতিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপের ট্রয়ের যুদ্ধ যদি তৃপ্তির দিশা দেয় তাহলে রাবণ বধ নৈতিকবোধের উন্মেষ করবে। দেবত্তোরূপে রামকে অনেক সময়ই বর্ণিত করার প্রয়োজন হয়েছে কারণ ভারতের দর্শন আধ্যাত্মিকবোধের চয়নিকা। তা সর্বদা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। রাম চরিত্র এক নিখুঁত দূরদর্শী রূপ। যিনি অযোধ্যার চক্রান্ত বুঝতে পারেন। তাঁর প্রতি প্রজাদের প্রেম আনুগত্য বলিষ্ঠ মুনীকে ভীত করেছিল। কৈকেয়ী একটা উপলক্ষ মাত্র, তাও আঁচ করেছিলেন রাম। রামচন্দ্রের বিবাহের পর মহর্ষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যা ফেরেননি। তিনি হিমাচলে প্রস্থান করলেন। রামচন্দ্র এতটাই তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির, যে কোনো বিতর্ক বিবাদ ব্যতিরেখেই রাজ্য ত্যাগ করলেন। কারণ লোকবল তখন কৈকেয়ীর নিয়ন্ত্রণে। অবশ্যই তিনি পিতৃসত্য পালন করেছেন কিন্ত এটাও মনে রাখতে হবে তিনি ভৌগলিক অবস্থান পরিবর্তন করেছিলেন বলেই পরবর্তী পরিকল্পনার অবকাশ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। পরিকল্পনা তৈরির জন্য যে নীরব দূরত্ব একান্ত প্রয়োজন তা যে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মনের কথা। রামচন্দ্র সেই পথ প্রদর্শক।

নায়কদের চরিত্র এবং তার বিবরণ বিকৃত হয়। ইতিহাস তার সাক্ষী। রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ গুলো যেন ঠিক সেই কাজটাই করেছে। রামচন্দ্রের শম্বুক হত্যা তেমনই এক প্রক্ষিপ্ত অংশ। শূদ্র যে বধযোগ্য তা প্রমান করতে উঠেপড়ে লাগল ব্রাহ্মণ্যবাদ। তাই রামের হাতে তার হত্যার প্রক্ষিপ্ত কাহিনী। অথচ এই রামচন্দ্রই বর্ণ প্রথার বিরোধী। যিনি সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করছেন। যিনি শবরীর এঁটো কুল গ্রহণ করলেন। নিষাদরাজ গুহের আপ্যায়ন গ্রহণ করলেন রামচন্দ্র। বনের বানর ভাল্লুকের সাথে হাতে হাত রেখে সেনা দল নির্মাণ করলেন। কঠিন জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে এ এক তীব্র আক্রমন। সবাইকে নিয়েই আদর্শ রাষ্ট্র নির্মাণের নির্মোহ দর্শন রামচন্দ্রই দেন। আজকে যখন আমেরিকায় শ্লোগান ওঠে ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার। তখন বুঝতে হবে রামচন্দ্র দর্শন কতটা প্রাসঙ্গিক। যে প্রাসঙ্গিকতার গুরুত্ব রামচন্দ্র পাঠেই আমাদের দেশের দেশনায়করা উপলব্ধি করেছিলেন। উপলব্ধি করেছিলেন বিবেকানন্দ, সুভাষ বসু, গান্ধীজি। যাঁরা রাষ্ট্রহিতে বারে বারে রামচন্দ্র চরিত্র আদর্শে আশ্রয় নিয়েছেন।

সেই জ্যোতি প্রদীপ্ত প্রিয়দর্শনে ঋদ্ধ হয়েছে হাজার বছরের সংস্কৃতি ইতিহাস রাষ্ট্র পরিচালনার পথ। রামচন্দ্র দর্শন আধ্যাত্মিকবোধ রাষ্ট্রবোধ এবং লোকায়ত চর্চার মাধ্যমে এক শাশ্বত বিশ্বজনীন চরিত্রে নির্মিত হয়েছে। যার প্রভাব অস্বীকার করা মানে সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া। রামমন্দির সেই সত্যের অঞ্জলি।

নায়কদের চরিত্র এবং তার বিবরণ বিকৃত হয়। ইতিহাস তার সাক্ষী। রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ গুলো যেন ঠিক সেই কাজটাই করেছে। রামচন্দ্রের শম্বুক হত্যা তেমনই এক প্রক্ষিপ্ত অংশ। শূদ্র যে বধযোগ্য তা প্রমান করতে উঠেপড়ে লাগল ব্রাহ্মণ্যবাদ। তাই রামের হাতে তার হত্যার প্রক্ষিপ্ত কাহিনী। অথচ এই রামচন্দ্রই বর্ণ প্রথার বিরোধী। যিনি সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করছেন। যিনি শবরীর এঁটো কুল গ্রহণ করলেন। নিষাদরাজ গুহের আপ্যায়ন গ্রহণ করলেন রামচন্দ্র। বনের বানর ভাল্লুকের সাথে হাতে হাত রেখে সেনা দল নির্মাণ করলেন। কঠিন জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে এ এক তীব্র আক্রমন। সবাইকে নিয়েই আদর্শ রাষ্ট্র নির্মাণের নির্মোহ দর্শন রামচন্দ্রই দেন। আজকে যখন আমেরিকায় শ্লোগান ওঠে ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার। তখন বুঝতে হবে রামচন্দ্র দর্শন কতটা প্রাসঙ্গিক। যে প্রাসঙ্গিকতার গুরুত্ব রামচন্দ্র পাঠেই আমাদের দেশের দেশনায়করা উপলব্ধি করেছিলেন। উপলব্ধি করেছিলেন বিবেকানন্দ, সুভাষ বসু, গান্ধীজি। যাঁরা রাষ্ট্রহিতে বারে বারে রামচন্দ্র চরিত্র আদর্শে আশ্রয় নিয়েছেন। সেই জ্যোতি প্রদীপ্ত প্রিয়দর্শনে ঋদ্ধ হয়েছে হাজার বছরের সংস্কৃতি ইতিহাস রাষ্ট্র পরিচালনার পথ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৬ অগস্ট ২০ শ্রাবণ, ১৪৩০, রবিবার

ধর্মতলা থেকে বাস টার্মিনাস সরাতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক পরিবহণ দপ্তরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মতো ধর্মতলা থেকে বাস টার্মিনাস সরানোর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসতে চলেছে। সোমবার এই বৈঠকে হওয়ার কথা। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মূলত বেসরকারি বাস পরিবহণের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদেরকে এই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। বাস সংগঠনগুলোর দাবি, হাইকোর্টের নির্দেশ মানতেই হবে। কিন্তু ধর্মতলা থেকে বাস টার্মিনাস সরলে যাত্রী পরিষেবা বিঘ্নিত হতে পারে। সেই বিষয়টি যাতে পরিবহণ দপ্তর গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে তার আর্জি জানিয়েছে বাস মালিকদের একাংশ।

পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে ধর্মতলা চত্বর থেকে বাস টার্মিনাস সরিয়ে নেওয়া হবে। তবে যাতে যাত্রী ওঠানামার ব্যবস্থা রাখা হয়, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ধর্মতলার বাস টার্মিনাসের বিকল্প কী হতে পারে, ইতিমধ্যেই তা খুঁজতে একটি বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে সার্ভে করিয়েছে পরিবহন দপ্তর। জুলাই মাসেও এ নিয়ে একটি বৈঠক হয়েছে নবান্নে। সেই বৈঠকে কলকাতা পুলিশ, নগরোন্নয়ন দপ্তর, কলকাতার পুর কমিশনার, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, বিদ্যুৎ দফতর, পূর্ত দফতর, সেনা, কলকাতা মেট্রো, কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন এবং সমীক্ষা সংস্থা শীর্ষকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সব সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করা হয় নবান্নের বৈঠকে।

ধর্মতলা চত্বরের একটি বড় অংশ জুড়ে ওই বাস স্ট্যান্ড থাকার কারণে শহরে যানজট এবং দূষণ অনেকাংশে বাড়ছে বলে অভিযোগ। তাই সেখান থেকে ওই বাস স্ট্যান্ড সরিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য আদালতে আবেদন করেছেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত। বর্তমানে ওই মামলা বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি শম্পা সরকারের এজলাসে বিচারাধীন। প্রসঙ্গত, হাইকোর্ট ধর্মতলা থেকে বাস টার্মিনাস সরানোর নির্দেশদিয়েছিল সেই ২০০৭ সালে। তারপর দীর্ঘদিন দফায় দফায় মামলার শুনানি চলেছে। রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে গেলেও নির্দেশের বদল হয়নি। বাসস্ট্যান্ড সরানোর জন্যে তারা কোনও সময়সীমা অবশ্য বেঁধে দেয়নি। এই নিয়ে ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত। সেই মামলাতেই রাজ্যকে ধর্মতলায় ভূগর্ভস্থ বাসস্ট্যান্ডের কথা ভেবে দেখতে বলেছিল আদালত।

আদালতে রাজ্য ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, ধর্মতলায় বহুমুখী ট্রান্সপোর্ট হাব তৈরি করতে চায় রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে ধর্মতলায় বাসস্ট্যান্ড নিয়ে রাইটসকে দিয়ে সমীক্ষা করানোর কাজ শুরু হয়েছে। সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিকল্প বাস স্ট্যান্ড এবং অন্যান্য যানবাহনের 'মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট হাব' তৈরির পরিকল্পনা চূড়ান্ত করবে তারা।

ফুসফুসে সংক্রমণ নেই, অনেকটাই সুস্থ বুদ্ধদেব আরও ২ দিন থাকবেন পর্যবেক্ষণে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগের চেয়ে এখন অনেকটাই ভালো আছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ফুসফুসে সংক্রমণ নেই। শরীরে অক্সিজেনের মাত্রাও স্বাভাবিক। অনেকটাই স্থিতিশীল তিনি। চিকিৎসক থেকে লোকজন, ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন। তবে এখনও দু'দিন হাসপাতালে কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হবে তাঁকে। শনিবার বিকেলে মেডিক্যাল বোর্ডের বৈঠকের পর এমনই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

এখনই তাঁর কোনও মানসিক চাপ নেওয়া যাবে না, এমনই বললেন আলিপুরের বেসরকারি হাসপাতালের ডিরেক্টর। গত শনিবার ফুসফুসে গুরুতর সংক্রমণনিয়ে হাসপাতালে ভরতি হন ৭৯ বছরের বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এক সপ্তাহ পর তাঁর সংক্রমণ একেবারেই নেই। তবে এখনও রাইলস টিউবে খাওয়ানো হচ্ছে তাঁকে। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে চিকিৎসকরা জানান, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর স্বাভাবিক খিদে এখনও হচ্ছে না। তাই সরাসরি খাবার খাওয়ানো যাচ্ছে না। আগামী সোমবার পর্যন্ত তাঁকে এভাবেই পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত হবে সোমবার।

১২ সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড সর্বক্ষণ তাঁর শারীরিক অবস্থার খুঁটিনাটির দিকে নজর রাখছেন। এই মুহূর্তে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁকে আলাদা কেবিনে রাখা হয়েছে। বাইরের মানুষজন যাতে দেখতে পারেন তাঁকে, সেজন্য কাচের জানলা থেকে পর্দা সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

AMNAN SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD
AMNAN, PAWNAN, HOOGHLY.
REGI:- NO- 80-08.06.1960

০৯/০৯/২০২৩ তারিখ বিশেষ সাধারণ সভার ৯ জনের পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনের নির্ঘন্ট
(৯ জনের মধ্যে ২ জন মহিলা ও ১ জন তপশিলি জাতি বা তপশিলি উপজাতির মধ্যে সংরক্ষিত)

বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
ক) মনোনয়ন পত্র প্রদান	২১/০৮/২০২৩ হইতে ২২/০৮/২০২৩	সকাল ১১ টা হইতে দুপুর ১ টা পর্যন্ত্য	সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিস গৃহ
খ) মনোনয়ন পত্র গ্রহণ	২১/০৮/২০২৩ হইতে ২২/০৮/২০২৩	সকাল ১১ টা হইতে দুপুর ২ টা পর্যন্ত্য	সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিস গৃহ
গ)মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	২৪/০৮/২০২৩	দুপুর ১২ টা	সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিস গৃহ
ঘ)বৈধ্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৪/০৮/২০২৩	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার পর ঐ দিনই	সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিস গৃহ
ঙ)মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন	২৫/০৮/২০২৩	দুপুর ৩ টার পূর্বে	সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিস গৃহ
চ)চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৫/০৮/২০২৩	বৈকাল ৩ টার পরই	সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিস গৃহ
ছ)ভোট গ্রহণ	০৯/০৯/২০২৩	সকাল ১১ টা হইতে বৈকাল ৩ টা পর্যন্ত্য	সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিস গৃহ
জ) ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ	০৯/০৯/২০২৩	ভোট গ্রহণ পর্বের পর	সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিস গৃহ

স্বাক্ষর /- গৌরাঙ্গ চৌধুরী
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
আমনান সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

কলকাতায় এসে গঙ্গাস্নানের ইচ্ছে, তলিয়ে গেলেন আসানসোলের ২ ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিন বন্ধু মিলে আসানসোল থেকে কলকাতায় ঘুরতে এসেছিলেন। এখানে এসে বিশাল গঙ্গা দেখে দুই জন জেদ ধরে বসেন গঙ্গা স্নান করবেন। বাধা দিয়েছিলেন তৃতীয় বন্ধু। তবে শেষ পর্যন্ত গঙ্গা স্নান করতে যাওয়াই বিপদ ডেকে আনল। শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ ঘটনাটি হাওড়া স্টেশনের উলটোদিকে চাঁদমারি ঘাটে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন দুই ছাত্র।

পুলিশ জানিয়েছে, নিখোঁজ দুই পড়ুয়ার নাম ইন্দ্রজিৎ মাহাতো (২১) এবং সৌমেন ধর (২০)। ইন্দ্রজিৎ ম্যানেজমেন্টের ছাত্র। থাকেন আসানসোলের মহিশিলায়। সৌমেনের বাড়ি আসানসোলের চেলিডাঙায়। তিনি স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। জানা গিয়েছে, স্নান করতে নেমে গঙ্গায় ভাটার টানে ভেসে গিয়েছে দুই কলেজ পড়ুয়া। আর এক পড়ুয়া জলে নামলেও স্নান করেননি। তাঁর সামনেই দুই বন্ধু ভেসে গিয়েছেন বলে তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন। পুলিশ জানায়, অরিজিৎ সরকার নামে ওই ছাত্রটি বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গায় নামলেও বেশি দূরে যাননি। তিনি জানান, তিন বন্ধু মিলে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলেন। আচমকাই চাঁদমারি ঘাটে এসে ইন্দ্রজিৎ আর সৌমেন গঙ্গায় স্নান করতে চান। অরিজিৎ বাধা দিলেও ওঁরা কানে তোলেননি। বাকি দুই বন্ধু স্নান করতে করতে পাড় থেকে অনেকটা দূরে চলে যায়। এই ঘটনা দেখে অরিজিৎ হাওড়া স্টেশন ট্রাফিক গার্ডকে খবর দেন। খবর দেওয়া হয় কলকাতা পুলিশের রিভার ট্রাফিককে। কলকাতা পুলিশের লঞ্চ খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে। পরে আসে হাওড়া সিটি পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের লোকজন। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত নিখোঁজদের সন্ধান মেলেনি।

আলিপুর জেল মিউজিয়ামের জমি হস্তান্তরেও বেনিয়ম! সরব শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইতিহাসের সাক্ষী থাকা আলিপুর জেল এখন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতি বিজড়িত মিউজিয়াম। জনপ্রিয় পর্যটেন ক্ষেত্র। হেরিটেজ এই অংশটিকে সংরক্ষণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকায় গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন সিটিও করছে রাজ্য। আলিপুরের ওই জমি হস্তান্তরেই এবার কোটি টাকার বেনিয়মের অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে চিঠি পাঠিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুর অভিযোগ, জমি তৈরি হয়েছে নতুন জেল। অন্য দিকে আলিপুর জেল যেখানে ছিল সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনগাঁথা নিয়ে মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে। যে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই জেলে একসময় থেকেছেন, তাঁদের স্মৃতিতেই গড়ে উঠেছে মিউজিয়াম।

পাশাপাশি হেরিটেজ অংশটি বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকা প্রায় দেড়শ একর জমি নিয়ে গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন সিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় রাজ্য। স্মার্ট সিটি তৈরির ব্যাপারে হিডকোর তত্ত্বাবধানে কাজও শুরু হয়েছে। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনগাঁথা নিয়ে মিউজিয়াম তৈরির

হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম মানা হয়নি। ফলে সরকারের ৮৬৬ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। ২০২১ সালের শেষে আলিপুর জেলকে বারুইপুরে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাজ্য। বারুইপুরে ইতিমধ্যেই আড়ালে জমি হস্তান্তরের নামে সরকারের প্রায় ৮৮৬ কোটি টাকা বেনিয়ম করা হয়েছে। চিঠির নথি রাজ্যপালের কাছেও পাঠিয়েছেন তিনি। যদিও এই বিষয়ে প্রশাসনের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ইচ্ছাপুর মায়াপল্লিতে শুট আউট কাণ্ডে নাবালক-সহ ধৃত ২, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নোয়াপাড়া থানার ২১ নম্বর রেলগেট সন্নিহিত জনবহুল ইছাপুর মায়াপল্লিতে শুট আউটের ঘটনায় পুলিশের জালে নাবালক-সহ দু'জন। ঘটনার তদন্তে নেমে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ পশ্চিম মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানা এলাকা থেকে এক নাবালক-সহ আকাশ ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনায় জড়িত কোতয়ালি থানার আরেক বাসিন্দা পলাতক। গুলি কাণ্ডে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি পুলিশ উদ্ধার করেছে। শনিবার বিকেলে নোয়াপাড়া থানায় সাংবাদিক বৈঠক করে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ শ্রীহরি পান্ডে বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে নাবালক-সহ দু'জনকে ধরা হয়েছে। খুব শীঘ্রই আরেকজনও ধরা পড়বে।' ডিসি নর্থ আরও জানান, তদন্তে জানা গিয়েছে পালিয়ে যাওয়া অভিযুক্ত ওই দু'জনকে মায়াপল্লিতে এনেছিল। ঘটনায় স্থানীয়ভাবে কারও যোগ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে কী কারণে এই ঘটনা, তদন্তের স্বার্থে পুলিশ বলতে নারাজ।

ডিসি নর্থ শ্রীহরি পাণ্ডের কথায়, রবিন দাস এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। উনি সুস্থ হলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রসঙ্গত, গত ৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে দশটা নাগাদ রেলগেট সন্নিহিত ইছাপুর মায়াপল্লিতে ফুলের দোকানে দাঁড়িয়েছিলেন ইমারত ব্যবসায়ী রবিন দাস। আচমকা তিন জন হেঁটে এসে রবিনকে লক্ষ্য করে পরপর তিন রাউন্ড গুলি চালিয়ে রেলগেট টপকে পালিয়ে যায়। সূত্র বলছে, গুলি কাণ্ডের দু'দিন আগে অভিযুক্তরা ইছাপুর পশ্চিম বিধানপল্লিতে চিকিৎসক বিমলকান্তি সেনের বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়েছিল। বিমলবাবুকে জানানো হয়েছিল, ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে লোডিং-আন লোডিংয়ের কাজ করবেন।

এখানে থাকতে হবে বলে ঘরভাড়া দরকার। বাড়ির মালিক বিমলকান্তি সেন বলেন, 'প্রতিবেশী রানা মণ্ডল ঘরভাড়া ঠিক করে দিয়েছিলেন। একজনের কাছ থেকে আধার কার্ড নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তিন জনের আধার কার্ড পেলে ভাড়ার এগ্রিমেন্ট করে এক কপি থানায় জমা দেব। কিন্তু তার আগেই এই ঘটনা ঘটে গেল।' চিকিৎসক বিমলকান্তি সেনের পড়শি কাকুলি হালদার বলেন, 'রিকশা করে একজনকেই মালপত্র নিয়ে আসতে দেখেছি। বহিরাগতদের ভাড়া দেওয়া ঠিক হয়নি। উচিত ছিল নথিপত্র নিয়ে থানায় জমা দিয়ে তারপর ভাড়া দেওয়া।' প্রসঙ্গত, শনিবার সন্ধেয় পুলিশ ধৃতদের নিয়ে ইছাপুর পশ্চিম বিধানপল্লিতে ওই চিকিৎসকের বাড়িতে আসে। আর ভাড়া নেওয়া সেই ঘর থেকেই পুলিশ গুলি কাণ্ডে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করেছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট IV (পরিশিষ্ট III)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, প.ব., পিন - ৭৪২ ১০১, ইমেল - Z184@indianbank.co.in

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৬.০৫.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী আলিউল কবির**, পিতা প্রয়াত আবদুস সালাম (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) আমাদের **পাঁচগ্রাম শাখা**, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫,৪৭,১৫১.৩৩ টাকা** (পাঁচ লাখ সাতচল্লিশ হাজার একশো একান্ন টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **০৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **৫,৪৭,১৫১.৩৩ টাকা** (পাঁচ লাখ সাতচল্লিশ হাজার একশো একান্ন টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং সংশ্লিষ্ট রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন মৌজা-কিশোরপুর, থানা- নবগ্রাম, জেএল নং ১৮, খতিয়ান নং এলআর ১৭৮৪, আরএস ৫৩২, প্লট নং ৫৩, হস্তান্তর দলিল নং ১৫৯২ তারিখ ২১.০৩.২০০৬ এবং দলিল নং ৩৯৭৬ তারিখ ২৯.১২.১৯৯৯, এডিএসআর-নবগ্রাম, জমির এরিয়া ৫.০০ ডেসিমেল, গ্রাম - চকজাফরাবাদ, পো -পাঁচগ্রাম, থানা- নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৪ এবং **চৌহদ্দি :** উত্তরে - পিডব্লুডি রোড, দক্ষিণে - বসির শেখের সম্পত্তি, পূর্বে - বক্কর শেখের সম্পত্তি, পশ্চিমে - কাবাতুল্লা শেখের সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ : ০৪.০৮.২০২৩
স্থান : পাঁচগ্রাম
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আমস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল- zo.bardhaman@bankofindia.com

বন্ধক রাখা স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার অনুস্মারক/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা ঋণ পরিশোধ করছেন না।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা **২৪.০৮.২০২৩** এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ খরচ সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে **২৫.০৮.২০২৩ তারিখে সকাল ১০:০০টা** থেকে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ সোনার গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রাগুলি শাখা প্রেমিসেসে সর্বজনীন নিলামের জন্য রাখা হবে। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা হবে না।
বিডে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বায়না অর্থের জন্য নির্ধারিত সময়/তারিখের আগে শাখা ম্যানেজারের কাছে **৫০০০/- টাকা (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)** জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত বিডিংয়ে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অবশ্যই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা করতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কে জমা করা তাদের বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি বিডিং মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ না দেখিয়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, যদি প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ না দেখিয়ে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

অ্যাকাউন্ট নং. এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার গ্রস ওজন
৪২৯৬৭৭৬১০০০০৩২০ এবং সাঁইথিয়া শাখা	তুষার কান্তি মন্ডল	বোরা, পোঃঅঃ-দোহিরা, সাঁইথিয়া (থানা), বীরভূম, পঃবঃ-৭৩১২৩৪	১৪৪.৪০ গ্রাম
৪১৯৯৭৭৬১০০০০০৯০ এবং কালনা শাখা	চিরঞ্জিত ঘোষ	এটি- ছাগ্রাম, পোঃঅঃ- গ্রামকুলটি, থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২১৪৬	১১.৫০ গ্রাম
৪২০২৭৭৬১৯৯৯২১৮৪ এবং ধাত্রীগ্রাম শাখা	প্রশান্ত সরকার	আসাননগর, নন্দাই, কালনা, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪০৫	১৪.৭০ গ্রাম
৪২৩৮৭৭৬১০০০০৯৪৬ এবং গ্রামকুলটি শাখা	হান্নান সেখ	দেউলিয়াপাড়া, পশ্চিমপাড়া, আঝাপুরী, বর্ধমান-৭১৩৪০১	১১০.২০ গ্রাম
৪৩৮৯৭৭৬১০০০০২০৯ এবং উখরা শাখা	গোধন শ'	এস ও কানাই শ' শ্যামসুন্দরপুর সোরপি জেলা পশ্চিম বর্ধমান	৪৭.৭০ গ্রাম

তারিখ: ০৬.০৮.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর - ২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২ ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]

যেহেতু, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/জামিনদত্ত সম্পদ	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) বার্নপুর শাখা খ) মহ. শাদাব আনসারি (ঋণগ্রহীতা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত আসানসোল, জেএল নং ২০, আসানসোল পুরসভা অধীন, আরএস প্লট নং ১১৯৪৮, আরএস খতিয়ান নং ১৪২৯২, এরিয়া ৯১৪ বর্গফুট, মোসাদ্দি মোহল্লা, বাবু মেডিকেল এর নিকট, রেলপার, থানা- আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩০২। **চৌহদ্দি :** উত্তরে - ক্যানাল এবং আরএস প্লট নং ১১৯৪৮, দক্ষিণে - ৬ ফুট চওড়া চলার পথ এবং মহ তাবরেজ আলমের জমি, পূর্বে -ফুলপরি মিস্টি এবং অন্যান্যের জমি, পশ্চিমে- গুলাম ওয়ারিসের জমি সমন্বিত।	ক) ০২.০৮.২০২৩ খ) ০২.০৫.২০২৩ গ) ১২,০১,২২৬.৭৪ টাকা (বারো লাখ এক হাজার দুশো ছাব্বিশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
২.	ক) বার্নপুর শাখা খ) শ্রী সুধীর কুমার মাহাতো (ঋণগ্রহীতা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি আরএস প্লট নং ৯৫১, এলআর প্লট নং ১১৪৪, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৪, এলআর খতিয়ান নং ২৩১৯, জেএল নং ৩৫, ওয়ার্ড নং ১৯ (পুরানো) এবং ৪১ (নতুন), এরিয়া ৯৫০ বর্গফুট, এম এফ প্লাজা, ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং ডি-০৯, মুর্গসোল, গুরুদ্বার এর নিকট, এস পি মুখার্জি রোড, মৌজা- আসানসোল, থানা-আসানসোল, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৩, আসানসোল পৌরসভা অধীন। **চৌহদ্দি :** উত্তরে - সড়ক এবং শ্রী আর পি শাউ এর ভবন, দক্ষিণে -এস পি মুখার্জি রোড, পূর্বে-কালীদাস ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যের সম্পত্তি, পশ্চিমে - এস. পি. মুখার্জি রোড সমন্বিত।	ক) ০১.০৮.২০২৩ খ) ০৫.০৬.২০২৩ গ) ২৫,৩৬,৯৭১.৯১ টাকা (পঁচিশ লাখ ছত্রিশ হাজার নশো একাত্তর টাকা এবং একানব্বই পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
৩.	ক) বার্নপুর শাখা খ) শ্রী অজয় প্রসাদ শাউ (ঋণগ্রহীতা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত অসানসোল জেএল নং ২০, আসানসোল পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ৪৪(নতুন), ১৩ (পুরানো), আরএস প্লট নং ২৪৩৭৫,আরএস খতিয়ান নং ১১৫৮৫ এবং ১১৫৮৬, এরিয়া ৯৯৬ বর্গফুট ভিগ্নেশ্বর প্লাজা, ৩য়তল, ফ্ল্যাট নং এফ-০৩, আবদুল লতিফ লেন, বালাজি সুইটস এর নিকট এবং শশী কমার্শিয়াল এবং রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স, মৌজা - আসানসোল পুরসভা, থানা - আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা- পশ্চিম বর্ধমান -৭১৩৩০১। চৌহদ্দি : উত্তরে : আবদুল লতিফ বাই লেন,দক্ষিণে : ধর্মশালা, পূর্বে : শ্রীমতি শান্তি দেবি কেডিয়া এবং অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : আবদুল লতিফ লেন সমন্বিত।	ক) ০৫.০৮.২০২৩ খ) ০২.০৫.২০২৩ গ) ১৩,৪৪,৯২৭.৬০ টাকা (তেরো লাখ চুয়াল্লিশ হাজার নশো সাতাশ টাকা এবং যাট পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ০৬.০৮.২০২৩
স্থান : বার্নপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বেহালার দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা

কোন্নগরে জিটি রোডের পাশে স্কুলের সামনে পুলিশি নিরাপত্তা

বনস্পতি দে ● কোন্নগর

প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই এক বিল্ডিং থেকে আর এক বিল্ডিং যাতায়াত করেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে পড়ুয়া সকলেই। এর ই মধ্যে শুক্রবার সকালে কলকাতার বেহালার ভয়াবহ দুর্ঘটনা নতুন করে চোখ খুলে দিয়েছে সবার। তা থেকে শিক্ষা নিয়ে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নিল চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট। ব্যস্ততম জিটি রোডের পাশের স্কুলগুলির সামনে বসল পুলিশি নিরাপত্তা। তবে কতদিন থাকবে সেই নিরাপত্তা, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন শিক্ষক থেকে অভিভাবক সকলেই। হুগলির কোন্নগরের হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে পঞ্চম থেকে দশম এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পঠনপাঠন দুটো আলাদা বিল্ডিংয়ে হয়। দু'টি বিল্ডিং আবার পাশাপাশি নয়, সেগুলি ব্যস্ততম জিটি রোডের দুই প্রান্তে অবস্থিত। ফলত ক্লাস করা থেকে শুরু করে স্কুলের একাধিক কাজকর্ম করার জন্য ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলকেই প্রতিনিয়ত পার হতে হয় জিটি রোড। দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকি নিয়েই এইভাবে স্কুল চলছে। কিন্তু বেহালার বড়িশা হাই স্কুলের ঘটনায় টনক নড়েছে প্রশাসনের।

স্কুলের শিক্ষিকাদের অভিযোগ, ২০১৭ সালে ক্লাস নিতে যাওয়ার সময় রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন পাপিয়া নন্দী নামে স্কুলেরই এক শিক্ষিকা। ওই দুর্ঘটনার পর তিনি এখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি। হাতে ক্র্যাচ নিয়ে হাঁটতে হয়। তারপরেও সমস্যার সমাধানে কোনওরকম পদক্ষেপ করা হয়নি। সেই আহত শিক্ষিকা পাপিয়া নন্দী জানান, প্রশাসনের কাছে আবেদন শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে ছাত্রী সকলেরই নিরাপত্তার দিকে নজর দিক। আগে তাও একজন মহিলা পুলিশ কর্মী থাকতেন, তবে তা কোনও দিন ই স্থায়ী হয়নি। এর ফলে রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে পড়ুয়া বা শিক্ষক যে কেউ আবার বিপদে পড়তে পারেন বলে তাঁর আশঙ্কা। শুক্রবারের বড়িশা হাইস্কুলের ঘটনার পর চন্দননগর কমিশনারেটের তরফ থেকে গার্ডরেল এবং ট্র্যাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে কোন্নগরের হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে।

ত্রিশঙ্কু পঞ্চায়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে তৃণমূল

বাঁকুড়ায় দু'টি পঞ্চায়েতের সদস্যের দল বদলে যোগ দিলেন তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের দলবদলে তৃণমূলে যোগ দিলেন দু'টি পৃথক পঞ্চায়েতের দুই জয়ী সদস্য। এর ফলে ত্রিশঙ্কু অবস্থায় থাকা একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে একধাপ এগোল তৃণমূল। আগেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া আর একটি ত্রিশঙ্কু গ্রাম পঞ্চায়েতে শক্তিবৃদ্ধি ঘটল তৃণমূলের।

বাঁকুড়া জেলার ১৯০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ফলাফল হয়েছিল ত্রিশঙ্কু। তার মধ্যে অন্যতম ছিল বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের কেঞ্জাকুড়া ও রাইপুর ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। এর মধ্যে কেঞ্জাকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ফলাফল ঘোষণার কয়েকদিনের মাথায় জয়ী এক কংগ্রেস প্রার্থী তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১টি আসনের মধ্যে ১১টি তৃণমূলের দখলে যাওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যায় তৃণমূল। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পরও মোলবনা গ্রাম সংসদ থেকে নির্দল হিসাবে জয়ী দীনেশ ভুঁই গতকাল তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের শক্তিবৃদ্ধি ঘটল। দল বদল করা নির্দল প্রার্থীর দাবি, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তিনি বিজেপির টিকিটে জিতে পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। তৎকালীন বিজেপি পরিচালিত কেঞ্জাকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে এবার নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এখন তিনি এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে যোগ দিচ্ছেন তৃণমূলে। গতকাল বাঁকুড়ার তৃণমূল ভবনে দীনেশ ভুঁই ছাড়াও তৃণমূলের পতাকা কাঁধে তুলে নেন রাইপুর ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামসুন্দরপুর বুথ থেকে সিপিএমের জয়ী প্রার্থী প্রসাদ নামহাতা। ১৪টি আসন যুক্ত ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল ৬টি, সিপিএম ১টি, নির্দল ৪টি ও বিজেপি ৩টি আসনে জয়ী হওয়ায় ওই গ্রাম পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু হয়ে পড়ে। গতকাল সিপিএমের জয়ী প্রার্থী প্রসাদ নামহাতা তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় শ্যামসুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের মোট আসন দাঁড়াল ৭ জন। তৃণমূলের দাবি, এর ফলে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে একধাপ এগিয়ে গেল তারা। দল বদল করা সিপিএম সদস্যর দাবি, উন্নয়নের স্বার্থে তিনি দল বদল করেছেন।

হোটেল থেকে উদ্ধার বিজেপির মণ্ডল সভাপতির ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কল্যাণীর হোটেল থেকে উদ্ধার ধনিয়াখালির নবনিযুক্ত বিজেপির মণ্ডল সভাপতির দেহ। ওই বিজেপি নেতার নাম সুদীপ ঘোষ। বাড়ি হুগলির গুড়াপের গুরবারি এলাকায়। কিছুদিন আগেই তাঁকে ধনিয়াখালি ব্লকের ১৯৭ নম্বর মণ্ডল বিজেপি সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করা হয় হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির তরফ থেকে। সূত্রের খবর, দু'দিন আগে কল্যাণীর একটি বেসরকারি হোটেলে ঘর ভাড়া নেন তিনি। শনিবার সকালে ওই হোটেল থেকেই উদ্ধার হল তাঁর ঝুলন্ত দেহ। আত্মহত্যা নাকি খুন, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

যদিও ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাওয়ার পরই তাঁকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী কারণে মৃত্যু, তার তদন্ত শুরু করেছ কল্যাণী থানার পুলিশ। বাবা সুফলচন্দ্র ঘোষ জানান, দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার কথা বলে বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে বের হন সুদীপ। শুক্রবারও ছেলের সঙ্গে কথা হয় তাঁর। শনিবার বাড়ি ফিরবেন বলেও জানান। তার মধ্যে ঘটে যায় এই ঘটনা।

কল্যাণী থানা থেকে শনিবার সকালেই মৃত্যুর খবর জানানো হয় বাড়িতে। তবে তাঁর বাবা এও জানান, বিজেপি করতে গিয়ে প্রায়শই নানা হুমকির মুখে পড়েছেন সুদীপ। কিন্তু, ভয় পাননি কোনওদিন। তাই তিনি যে আত্মহত্যা করতে পারেন তা মানতে পারছেন না অনেকেই। শোকের ছায়া নেমেছে পরিবারে।

বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তুষার মজুমদার বলেন, 'ওর মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা তো রয়েছে। আমার মনে হয় এর পিছনে কোনও চক্রান্ত আছে। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মৃত্যুর আসল কারণ জানতে সমস্তরকম চেষ্টা করা হবে।'

দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাসের ধাক্কায় মৃত্যু, ধৃত চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার একটি বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজা সংলগ্ন দু' নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর আসানসোলগামী রাস্তায়। মৃত ব্যক্তির নাম সুভাষ মিশ্র। ৪৮ বছর বয়সি মৃত ব্যক্তির বাড়ি কাঁকসার রাজবাঁধ এলাকায়। ঘাতক বাসটিকেও আটক করে কাঁকসা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ওই বাসের চালককে গ্রেপ্তার করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃত চালকের নাম আব্দুল হোসেন খান। তাঁর বাড়ি বাঁকুড়ায়। ধৃত বাসের চালককে শনিবার দুপুরে মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ।

কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ দু' নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কলকাতা থেকে বাঁকুড়া যাওয়ার পথে একটি দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাস বাঁশকোপা সংলগ্ন এলাকায় এক পথচারীকে ধাক্কা মারে। কাঁকসা থানার পুলিশ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই পথচারীকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ শনিবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় কাঁকসা থানার পুলিশ।

কয়েকশো কোটি টাকার প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস চন্দননগর পুলিশের গোয়েন্দাদের!

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডানকুনি: কয়েকশো কোটি টাকার প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস করলেন চন্দননগর পুলিশের গোয়েন্দারা, এমনটাই দাবি পুলিশের।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডানকুনিতে গোডাউন ভাড়া করে প্রতারণার কারবার চলত বলে অভিযোগ। গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে ডানকুনি থানা এলাকার চাকুন্দিতে এক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের গোডাউনে হানা দেয় পুলিশ। অতর্কিত এই হানায় আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে চন্দননগর পুলিশ। অভিযোগ, বিদেশে বিভিন্ন গ্রাহকদের অনলাইন প্রতারণার ফাঁদে ফেলে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে ধৃতরা। জানা গিয়েছে, ডানকুনি থানার আইসি তাপস সিনহার কাছে গোপন সূত্র মারফত আগে থেকেই খবর ছিল যে, ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে একটি গোডাউন ভাড়া করেছিল কয়েকজন যুবক। রাতের বেলা গাড়ি নিয়ে গোডাউনে ঢুকত। তারপর সারারাত ধরে লোক ঠকানোর কারবার চালিয়ে দিনের আলো ফোটার আগেই গোডাউন থেকে বেরিয়ে যেত তারা। রাত ৮টা থেকে ভোর ৪টে পর্যন্ত কাজ চলত সেখানে। পুলিশ সূত্রে খবর, কম্পিউটার মেরামতের কাজের কথা বলে ওই গোডাউনটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ওই গোডাউনের ভিতরের কাজকর্ম কেন শুধু রাতের বেলাতেই হয়, তা নিয়ে সন্দেহ হয় পুলিশের। গোপনে ওই গোডাউনের খোঁজখবর নিতে থাকেন আইসি। সেখানে কর্মরত যুবকদের গতিবিধির ওপরও নজর রাখা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, বিভিন্ন অনলাইন বিপণি সংস্থার ভুয়ো মেল থেকে লোভনীয় সব অফার পাঠানো হত বিদেশি নাগরিকদের কাছে। আর সেই টোপে পা দিয়ে লিঙ্কে ক্লিক করলেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়া হত বলে অভিযোগ। আরও জানা গিয়েছে, এই প্রতারণার কাজে একটি বড় চক্র জড়িয়ে রয়েছে। ডানকুনি থেকে দিল্লি পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় এই লোক ঠকানোর কারবারের এজেন্ট ছড়িয়ে রয়েছে ও এমন অনেক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেরও সন্ধান মিলেছে বলে পুলিশ সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। এই প্রতারণার কারবারের সঙ্গে কয়েকশো কোটি টাকা জড়িয়ে রয়েছে, তা ধৃতদের কয়েক ঘণ্টার জেরাতেই উঠে এসেছে বলে দাবি পুলিশের।

তাঁতের শাড়িতে ফুটল মুখ্যমন্ত্রী ও ১১টি জনমুখী প্রকল্পের নাম

সুজিত ভট্টাচার্য ● কাটোয়া

এবার তাঁতশিল্পীর বুননে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তৃণমূলের উন্নয়নমূলক প্রকল্প। পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় ও শিল্পীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে এবার মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর হাতের বুনন উপহার হিসেবে দিতে চান পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার জগদানন্দপুর পঞ্চায়েতের ঘোড়ানাশ গ্রামের তাঁতশিল্পী জগবন্ধু দালাল।

রাজে্যর জনমুখী ১১টি প্রকল্পের নাম উঠে এল তাঁতের শাড়িতে। শুধু তাই নয়, তাঁতের শাড়িতে ফুটে উঠল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার জগদানন্দপুর পঞ্চায়েতের ঘোড়ানাশ গ্রামের তাঁতশিল্পী জগবন্ধু দালাল ৩২ দিনের পরিশ্রমে তৈরি করেছেন তাঁর নিজস্ব ভাবনায় এই শাড়ি। তাঁর দাবি, কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, শুধুমাত্র ভালোবাসা থেকে তাঁতের শাড়িতে সুতোর বুননে ফুটিয়ে তুলেছেন ৪২ ইঞ্চি লম্বা মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ণাবয়ব ছবি। সময় হলে সুযোগ মতো মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর তৈরি শাড়ি উপহার স্বরূপ তাঁতশিল্পী জগবন্ধু দালাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিতে চান বলেই জানান তিনি।

তিনি জানান, বাবা গণপতি দালাল, মা অনিমা দালাল ও স্ত্রী প্রতিমা দালাল শাড়ি তৈরি করতে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা উৎসাহ জুগিয়েছেন প্রতিনিয়ত। ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে পেরে খুশি তাঁতশিল্পী নিজেও। ১৫ হাতের এই শাড়িটির কাজ সম্পূর্ণ করতে ৮৪ কাউন্ট সুতোর ব্যবহার হয়েছে। জোড়াফুল প্রতীক চিহ্নও রয়েছে শাড়িটিতে।

সুপ্রিম নির্দেশে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ বহালে কংগ্রেস কর্মীদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সাংসদ পদে বহাল থাকলেন রাহুল গান্ধী।

উল্লেখ্য, একটি বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে তাঁর সাংসদ পদে স্থগিতাদেশ দেয় গুজরাত হাইকোর্ট। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রাহুল গান্ধীকে সাংসদ পদে বহাল থাকার পাশাপাশি তাঁর ওপর যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা ছিল তা উঠিয়ে নেন। এই খুশিতে দেশজুড়ে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা আনন্দে মেতে উঠেছেন। শনিবার সকালে রাহুল গান্ধীর ছবি গলায় ঝুলিয়ে কাঁকসার মোল্লাপাড়া থেকে মিছিল করেন কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

এদিন কাঁকসার মোল্লাপাড়া থেকে মিছিল শুরু করে সমগ্র পানাগড় বাজার ঘুরে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড়ে এসে পথসভার মাধ্যমে তা শেষ হয়। এদিন মিছিল থেকে পথচলতি মানুষদের মিষ্টিমুখ করান কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পুরব বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা ধর্মেন্দ্র শর্মা, শেখ ফিরোজ, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ইন্দর কুমার মেহেরা, ত্রিলোকচন্দ্রপুর অঞ্চল সভাপতি শফিকুল রহমান, কংগ্রেস নেতা মোজাম্মেল হক, পশ্চিম বর্ধমান জেলার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পুরব বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, মহব্বত জিতা নফরত হারা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এটাই প্রমাণিত হল যে 'ভারত জোরো' যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন সাংসদ রাহুল গান্ধী, তাতে প্রেম দিয়ে দেশের সকল মানুষকে এক করেছেন তিনি। আর রাহুল গান্ধীকে রোখার যে নোংরা মানসিকতা নিয়ে যা পরিকল্পনা করেছিল বিজেপি, তা বানচাল হল।

সেপটিক ট্যাঙ্কে কাজ করতে নেমে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সেপটিক ট্যাঙ্কে কাজ করতে নেমে মৃত্যু দুই শ্রমিকের। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির সিঙ্গুরে। সেখানে রতনপুর গ্রামে একটি নির্মীণমান সেপটিক ট্যাঙ্কে কাজ করতে নেমে প্রাণ হারালেন দু'জন। মৃতদের নাম গণেশ মান্না ও সুব্রত দাস। উভয়েরই বয়স ৪০ বছর। গণেশের বাড়ি সিঙ্গুরে এবং সুব্রতর বাড়ি ধনেখালি এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে সিঙ্গুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পৌঁছয় দমকল বাহিনীও। দমকলের কর্মীরা সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে ওই দুই শ্রমিককে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করেন। তারপর পুলিশ দ্রুত তাঁদের নিয়ে যায় সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী কারণে মৃত্যু, তা বুঝতে পুলিশ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

জানা যাচ্ছে, সেপটিক ট্যাঙ্কটি দুই-তিন মাস আগেই তৈরি হয়েছে। শনিবার সকালে সেপটিক ট্যাঙ্কের ভিতর থেকে তক্তা খুলতে এসেছিলেন তাঁরা। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা বুঝে উঠতে পারছেন না গৃহকর্ত্রীও। চন্দনা মাইতি নামে ওই গৃহকর্ত্রী জানান, প্রথমে সেপটিক ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলে একজন শ্রমিক নীচে নেমেছিলেন। অন্যজন তখন বাইরেই ছিলেন। অপর শ্রমিক বাইরে থেকে বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করেও উত্তর না পাওয়ায়, তিনিও সেপটিক ট্যাঙ্কের ভিতরে ঢোকেন। তারপর দু'জনের কেউই আর উপরে উঠে আসেননি। এক দমকলকর্মী জানাচ্ছেন, সম্ভবত সেপটিক ট্যাঙ্কের ভিতরে মিথেন গ্যাস তৈরি হয়েছিল। সেই গ্যাসের কারণেই অচেতন হয়ে পড়েছিলেন দুই শ্রমিক।

দুর্নীতি ঢাকতে বীজ ও কীটনাশক নদীতে ফেলার অভিযোগ তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: নদীর পাড়ে পড়ে থাকা একাধিক বস্তা সরকারের তরফে সরবরাহ করা বীজ ও কীটনাশক বলেই দাবি বিজেপির। যা চাষিদের না দিয়ে দুর্নীতি ঢাকতে নদীতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের নারায়ণপুর এলাকা কৃষিপ্রধান অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। এই পঞ্চায়েতের অধীন অধিকাংশ মানুষও কৃষিজীবী। জেলার অন্যান্য এলাকার মতো স্থানীয় প্রান্তিক চাষিদের সুবিধার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন শস্যের বীজ, কীটনাশক ও রাসায়নিক সার সরবরাহ করার কথা কৃষি দপ্তরের। কিন্তু স্থানীয় কৃষকদের দাবি, নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে কোনওদিনই তেমন উদ্যোগ দেখা যায়নি। স্বাভাবিক ভাবেই শনিবার গ্রাম পঞ্চায়েত লাগোয়া বোদাই নদীর পাড়ে বেশ কয়েক বস্তা বাদাম বীজ ও কীটনাশক পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় এলাকার মানুষের। সকালে এমন ঘটনা দেখে রীতিমতো চক্ষু চড়কগাছ বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের নারায়ণপুর গ্রামের মানুষের। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর। স্থানীয় বিজেপি বিধায়কের দাবি, এর পিছনে দু'টি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, চাষিদের বিনা পয়সায় ওই বীজ ও কীটনাশক সরবরাহের জন্য পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূল পরিচালিত ওই গ্রাম পঞ্চায়েত তা না দিয়ে এখন ফেলে দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এতদিন ওই গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল তৃণমূলের এক গোষ্ঠীর হাতে। সদ্য শেষ হওয়া নির্বাচনে ক্ষমতা পেয়েছে তৃণমূলেরই অপর গোষ্ঠী। তাই আসল সত্য লুকোতে নতুন বোর্ড গঠনের আগে তড়িঘড়ি নদীতে ফেলে দিয়েছে বিদায়ী বোর্ড।

বিষয়টি নিয়ে বিদায়ী বোর্ডের কোনও বক্তব্য মেলেনি। তৃণমূলের দাবি, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। এ বিষয়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত দত্ত জানান, কে বা কারা ওই বীজ ও কীটনাশক কোথা থেকে নিয়ে এসে নদীর পাড়ে ফেলেছে তার দায় তৃণমূলের নয়। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই।

ধুবুলিয়ায় খুনের তদন্তে রাজ্য প্রশাসনকে তুলোধনা জাতীয় তপশিলি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার ধুবুলিয়ায় খুনের তদন্তে এলেন জাতীয় তপশিলি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান। প্রসঙ্গত, গত ৫ জুলাই ধুবুলিয়া থানার পণ্ডিতপুর ১০১ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থীর দেওর অষ্টম মণ্ডল নিখোঁজ হয়ে যান। ১০ জুলাই অষ্টম মণ্ডলের বাড়ির সামনের পাট খেতে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এ ঘটনা নিয়ে দিল্লি থেকে জাতীয় তপশিলি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ হালদার খুনের তদন্ত করতে শনিবার এসে পৌঁছন তাঁর বাড়ি ধুবুলিয়ার পণ্ডিতপুরে। এছাড়াও মৃতদেহটি যেখান থেকে উদ্ধার হয় সেই জায়গা সরজমিনে ঘুরে দেখেন তিনি।

এরপর কৃষ্ণনগরে সার্কিট হাউসে এসে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাজ্য সরকার সহ স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে একহাত নেন তিনি। পাশাপাশি সাংবাদিক বৈঠক চলাকালীন পণ্ডিতপুরের বিজেপি কর্মী অষ্টম মণ্ডলের হত্যা প্রসঙ্গে তিনি জানান, পরিকল্পিতভাবে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত তুলে দেওয়া হয়েছে একজন অনভিজ্ঞ নতুন কর্মে যোগদানকারী পুলিশ আধিকারিকের হাতে। যিনি ২০১৯ সালে চাকরিতে বহাল হয়েছেন। নিয়ম থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় এস সি কমিশনের প্রতিনিধি এখানে আসলেও, জেলার সর্বময় প্রশাসনিক কর্তা এসপি বা ডিএম অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে গভীর উষ্মা প্রকাশ করেন অরুণ হালদার। এছাড়াও কমিশনের আইন অর্থাৎ প্রিভেনশন অফ একটিভিটি অ্যাক্টের মাধ্যমে পরিবারটি চার লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো টাকা সরকার থেকে পেয়ে যাবে মৃতের পরিবার। পরে কেসের চার্জশিট গঠন হওয়ার পর ফের একই অংকের অর্থ সাহায্য পাবেন তাঁরা।

বালেশ্বর রেল দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকের বাড়িতে সাংসদ, পাশে থাকার আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ওড়িশার বালেশ্বর রেল দুর্ঘটনায় শুক্রবার কটকে মারা যান ভাতারের ভাটাকুলের এক পরিযায়ী শ্রমিক। শনিবার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সাংসদ।

জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের ভাটাকুল গ্রামের খোকন শেখ রাজমিস্ত্রির কাজ করতে দক্ষিণ ভারতে যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার দিন তিনি করমণ্ডল এক্সপ্রেসে ছিলেন। দুর্ঘটনার পর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। এরপর পরিবারের লোকজন জানতে পারেন, খোকন শেখ কটকের হাসপাতালে রয়েছেন। কিন্তু খোকন শেখের সঙ্গে পরিবারের লোকজনদের কোনও কথা হয়নি। কারণ দুর্ঘটনার পর তিনি আর কথা বলতে পারেননি। শুক্রবার তিনি কটক হাসপাতালে মারা যান। তাঁর স্ত্রী বুলটি খাতুন বলেন, 'আমার স্বামী হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া আমাদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রেখেছিলেন। পাশাপাশি আর্থিক সাহায্য করেছিলেন।' তিনি জানান, গতকাল যখন তাঁর স্বামী মারা যান। রেল দপ্তর তাঁর মৃতদেহ ট্রেনে করে আনার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া একটি অ্যাম্বুল্যান্স ও একটি চার চাকা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়ে মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে দেন। পাশাপাশি তিনি শনিবার মৃত পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে ভাতারের ভাটাকুল গ্রামে পৌঁছন। সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া জানিয়েছেন, তিনি ভাতারের সমস্ত আহত পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি গিয়েছিলেন। তাঁদের খোঁজখবর নিয়েছেন। খোকন শেখের খবর শুনে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। এরপর রেল দপ্তরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন তিনি কটক হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। দু'মাস ধরে তিনি জীবন যুদ্ধ করছিলেন, কিন্তু শুক্রবার তিনি যুদ্ধে হার মানেন। শুক্রবারই তিনি ওনার মৃতদেহ বাড়িতে আনার ব্যবস্থা করেন। শনিবার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁর দাবি, আগামী দিনে মৃত ওই শ্রমিকের পরিবারের পাশে থাকবেন ও পরিবারের কাউকে কোনও চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় কি না, সে চেষ্টা করবেন। মৃত শ্রমিকের দু'টি ছেলের পড়াশোনার ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দেন তিনি। সাংসদের আশ্বাসে খুশি খোকন শেখের পরিবারের সদস্যরা সহ এলাকার মানুষ।

বৃষ্টির পরও চাষের কাজ শেষ নিয়ে উৎকণ্ঠায় চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গত দু'দিনের নিম্নচাপজনিত বৃষ্টিতে যখন বাঁকুড়ার ইন্দাস-পাত্রসায়ের ভাসছিল, ঠিক তখনই উলটো ছবি ছিল জেলার অন্যান্য অংশে। শ্রাবণের মধ্য গগনে পৌঁছেও সেভাবে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটছিল কৃষিজীবী মানুষের। অবশেষে বৃষ্টির দেখা পেয়েও চাষের কাজ শেষ হবে কি না, তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ তাঁদের। কৃষি নির্ভর বাঁকুড়া জেলার একটা বড় অংশের মানুষকে এখওনও বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। এই অবস্থায় নিম্নচাপজনিত বৃষ্টিতে ধানের চারা রোপণ করেও শেষ রক্ষা হবে কিনা সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বাঁকুড়া ১ ও ২ ব্লক সহ শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশ এলাকার বিভিন্ন অংশে গিয়ে দেখা গেল পুরোদমে চাষের কাজ শুরু হয়েছে। ট্রাক্টরের সাহায্যে জমি তৈরির পাশাপাশি সমানে চলছে জমি থেকে বীজতলা তোলা ও লাগানোর কাজ। সবমিলিয়ে এই মুহূর্তে দম ফেলার ফুসরৎ নেই তাঁদের।

নিরঞ্জন দানা নামে এক ধানচাষি জানান, যা পরিস্থিতি তাতে সম্পূর্ণ জমিতে ধান রোয়া সম্ভব নয়, পর্যাপ্ত জলের অভাবে বীজতলাও নষ্ট হতে বসেছিল। এখন এই বীজতলা রোপণ করেও বাঁচবে কি না সন্দেহ বলে তিনি জানান। বিকাশ দানা, গণেশ দানারা জানান, হাতে আর মাত্র দিন ১৫ সময়, এই সময়ের মধ্যেই যতটুকু জমিতে লাগানো সম্ভব হবে। এখন ট্রাক্টর, কৃষি শ্রমিক ঠিকমতো পাওয়া সমস্যা। তবে পুরোপুরি না হলেও, অনেকটাই জমিতে রোওয়ার কাজ শেষ করতে পারবেন, এ ব্যাপারে আশাবাদী বলে তাঁরা জানান।

বেহালার ছাত্র মৃত্যু উসকে দিল রায়গঞ্জের দশম শ্রেণির পড়ুয়ার মৃত্যু স্মৃতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: শুক্রবার বেহালায় ট্রাকের ধাক্কায় এক স্কুলছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন করে আতঙ্কের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে রায়গঞ্জ শহরের সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র স্কুলের ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবক থেকে শুরু করে স্কুল কর্তৃপক্ষের। ২০১৮ সালে একইভাবে স্কুলের পাশে জাতীয় সড়কে ট্রাকের ধাক্কায় এই স্কুলের এক ছাত্রের মৃত্যু হয়। বেহালার ঘটনার পর স্কুলের পাশের জাতীয় সড়কে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতির ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদন করছে।

বেহালায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা ২০১৮ সালে রায়গঞ্জের ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় ছাত্রমৃত্যুর স্মৃতিকে উসকে দিল। বেহালার ঘটনার খবর দেখে নিজের স্কুলের ছাত্র মৃত্যুর স্মৃতি মনে পড়ে আতঙ্কিত রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর দ্বারিকা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ কুমার দত্ত সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে রায়গঞ্জ সুদর্শনপুর দ্বারিকা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র প্রতীক চ্যাটার্জী (১৫) স্কুলে যাওয়ার সময় স্কুলের গেটের সামনে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয়। এই পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার বেঁধে যায় রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড় এলাকায়। স্থানীয় ট্রাফিক পুলিশের অফিস ভাঙচুরের পাশাপাশি পুলিশের গাড়ি এবং মোটরবাইক ভেঙে ফেলে উত্তেজিত জনতা। মারধর করা হয় ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের। উত্তেজিত জনতাকে ছাত্রভঙ্গ করতে পুলিশ জল কামান ও টিয়ারসেল ফাটায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জও করতে হয়। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ে পড়ে গোটা শহরজুড়ে। পরবর্তী সময়ে প্রশাসনের পক্ষ পথ দুর্ঘটনা এড়াতে থেকে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়। স্কুলের গেট ও আশপাশের রাস্তার দুইপাশে পার্কিং নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশ শিথিল হয়ে যায়।

রায়গঞ্জ শহরে শিলিগুড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত সুদর্শনপুর দ্বারিকা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয় স্কুল। যার একদিকে ৩৪নম্বর জাতীয় সড়ক এবং অপরদিকে ১০-র এ রাজ্য সড়ক অবস্থিত। স্কুলে আসতে যা অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। স্কুল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ট্রাফিক পয়েন্ট। স্কুলের গেটের সামনে নো পার্কিং বোর্ড লাগানো রয়েছে। তা সত্ত্বেও স্কুলের গেটের সামনেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বাস, টোটো, অটো দাঁড় করিয়ে যাত্রী ওঠানামার কাজ করে। সেই গাড়ির ভিড় এড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াত করতে হয়। ওই এলাকায় ট্রাফিক পোস্ট এবং ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চিন্তায় থাকে অভিভাবক থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অভিভাবকদের অভিযোগ, এর আগে স্কুলছাত্রের মৃত্যুর পর প্রশাসন থেকে অনেক বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল। নজরদারির অভাবে কয়েক মাসের মধ্যেই অবস্থা আগের থেকেও খারাপ হয়ে গিয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ কুমার দত্ত জানিয়েছেন, বেহালার ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। সন্তানসম এক ছাত্র অকালে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। একই রকম একটি ঘটনার সাক্ষী হয়েছিলাম আমরা ২০১৮ সালে। আমাদের স্কুলেরই এক ছাত্র মর্মান্তিক একটি পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিল। আমাদের স্কুলটিও একদিকে জাতীয় সড়ক অপরদিকে রাজ্য সড়কের মাঝখানে অবস্থিত। স্কুলের গেটের সামনে যেভাবে বিভিন্ন গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে এবং যানবাহন চলাচল করে তা প্রতিনিয়ত একটি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে একটি গেট দিয়েই ছাত্ররা স্কুলে প্রবেশ করে এবং বের হয়। গেটের সামনে যেভাবে গাড়িগুলো এসে দাঁড়ায় তাতে ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতে খুবই অসুবিধে হয়। প্রায় ১৭০০ ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে আমাদের স্কুলে, দুটি গেটের মধ্যে একটি গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যাতায়াতে সমস্যা হয়। আমরা আবার স্কুলের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে এই আতঙ্কের কথা জানিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি। এ বিষয়ে রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি বলেন, শিলিগুড়ি মোড়ের ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের নিরাপত্তার ব্যাপারে আগামী রোড সেফটি মিটিংয়ে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাড়ি ধাক্কায় মৃত পুলিশ কর্মী-সহ ২ জন, জখম ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শুক্রবার রাতে দিঘা-খড়্গপুর ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোডে একটি গাড়ির ধাক্কায় এক পুলিশ আধিকারিক-সহ দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। রাত একটা নাগাদ খড়্গপুর গ্রামীণের বেনাপুর রেলগেটের কাছে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আরও ৪ জন জখম হয়েছেন। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে খড়্গপুর গ্রামীণ থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর রামানন্দ দে (৪৫) নামে এক পুলিশ আধিকারিকের। তাঁর বাড়ি বাঁকুড়ার তালডাংড়ায়। এছাড়াও দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির শেখ জাহাঙ্গীর খান (৩৫) নামে এক যাত্রীর। পেশায় ডেকোরেটর ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর খড়্গপুর শহরের পাঁচবেড়িয়ার বাসিন্দা। জাহাঙ্গীরের সঙ্গী ইন্দার বাসিন্দা অভিষেক শ্রীবাস্তব, সুজিত রায়, ঝাপেটাপুরের প্রদীপ দাস ও পুরাতন বাজারের চন্দনকুমার দাস ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে। জখম ও মৃতদের উদ্ধার করে খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে বেনাপুর রেলগেটের কাছে টহলরত পুলিশের ভ্যান থেকে নেমে ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোডে দাঁড়িয়ে ছিলেন কর্তব্যরত অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর রামানন্দ দে। গাড়িতে ছিলেন অন্য পুলিশকর্মীরা। সেই সময় খড়্গপুর অভিমুখে থাকা একটি গাড়ি দ্রুতগতিতে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ওই পুলিশ আধিকারিককে ধাক্কা মারে। ছিটকে যান রামানন্দ। এর পরেই গাড়িটি রেলগেটের সিগন্যাল পোস্টে ধাক্কা মেরে বাঁ-দিকে থাকা একটি ঝুপড়ি চা-দোকানে ঢুকে যায়। ভয়ঙ্কর এই দুর্ঘটনার সাক্ষী পুলিশকর্মীরা দ্রুত ছুটে এসে রামানন্দকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। এর পরে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়ি থেকে জখমদের বের করতে চলে উদ্ধারকাজ। ছুটে আসে স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের সহযোগিতায় গাড়ি থেকে পাঁচজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই রামানন্দ ও জাহাঙ্গীরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। জানা গিয়েছে, মকরামপুরের একটি ধাবায় খাওয়াদাওয়া করে গাড়িতে ফিরছিলেন জাহাঙ্গীর ও তাঁর সঙ্গীরা। মৃতদেহগুলি খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA

Corrigendum for Extension Date of Tender

Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM-NIT-19e/22-23/2nd Call
Tender ID : 2023_MAD_548759_1

Name of work:- Supply and delivery at site of 20 numbers of Trailers with compartments for Ranaghat Municipality it is here by informed that the Document Download/Sale End Date, Bid Submission End Date & Bid Opening Date are extend upto 16/08/2023 for above mentioned Tender due to some technical reason.Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Koshaldev Bandyopadhyay
Chairman
Ranaghat Municipality

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for supply within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-550/ 2023-24	21/08/2023 up to 5.00 PM

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman, Habra Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ইএল-এসডিএএইচ-সিওএন-জিইএনএল-১৩৩-২০২৩-এনআইটি, তারিখ ০৩.০৮.২০২৩। টেন্ডার নং ঃ ইএল/এসডিএএইচ/সিওএন/জিইএনএল/১৩৩/২০২৩। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, আর.এম.এস. বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সহ বৈধ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর'স লাইসেন্স-ধারী অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর, অংশীদারি সংস্থা ইত্যাদি থেকে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে এলএইচবি কোচগুলির পর্যায়ক্রমিক ওভারহলিংয়ের কাজে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৬,৯৮,০৯৯ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৩৮,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৮.২০২৩-এ বেলা ১২.৩০টা। ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং উপরিল্লিখিতমতো টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত মতো 'টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য' এবং 'বায়নামূল্য' অনলাইনে জমার পর **www.ireps.gov.in**-এ বিড জমা করা যাবে। সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সমেত সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে আলোচ্য টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী (যদি থাকে) ও অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি শিয়ালদহতে অবস্থিত ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, আর. এম.এস. বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪-এর অফিসের নোটিস বোর্ডেও দেখা যাবে। (CON-48/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পদ না পাওয়াতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: প্রতিশ্রুতি মতো নির্ধারিত পঞ্চায়েত প্রধানের পদ না পাওয়ায় বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের কীর্তিপুর এক নম্বর পঞ্চায়েত তৃণমূল কার্যালয় ও বারাসাত ২ নম্বর ব্লক অফিসের সামনে বিক্ষোভ করে ঘেরাও করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা তুঙ্গে। পঞ্চায়েত ভোট মিটেছে, ফলও ঘোষণা হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন হবে ১১ ও ১২ অগস্ট। তার আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে পদ নিয়ে খেলা শুরু হয়ে গেল। শাসনের তৃণমূল প্রার্থীদের অধিকাংশই বীনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেয়েছে। এরপরেই জমে উঠেছে খেলা। পঞ্চায়েত প্রধানের পদ না পাওয়ায় বারাসাত দুই নম্বর ব্লকের কীর্তিপুর এক নম্বর পঞ্চায়েত তৃণমূল কার্যালয় ও বারাসাত ২ নম্বর ব্লক অফিসের সামনে বিক্ষোভ করে ঘেরাও করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা, এলাকায় উত্তেজনা। জানা গেছে, শাসনের বারাসাত ২ ব্লকের কীর্তিপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদ এবার এসসি রিজার্ভেশন। ভোটের আগে বারাসত ২ ব্লকের সভাপতি শম্ভু ঘোষের নেতৃত্বে কীর্তিপুর এক নম্বর অঞ্চল নেতৃত্ব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে এবার এসসি অধ্যুষিত বাদা গ্রাম থেকে প্রধান হবে। ওই গ্রামের তৃণমূলের থেকে কৃষ্ণা পাত্র জয়ী হয়েছেন। ভোটে জয়লাভের পর বিজয় মিছিলও হয়েছে। কিন্তু বারাসাত ২ ব্লক নেতৃত্বের নির্দেশে এখন চৌমুহা গ্রামের পদ্দরাজ পাড়া থেকে প্রধান হবে। এই নির্দেশ আসার পরেই খড়িবাড়ি তৃণমূল কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বাদা গ্রামের তৃণমূল সমর্থকরা। তাদের দাবি ভোটের আগে থেকেই বাদা গ্রামে এসসি প্রার্থী কীর্তিপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হবেন। কিন্তু হঠাৎই রাতারাতি ব্লক নেতৃত্ব অন্য কাউকে প্রধান করতে চাইছে। আর তা মানতে চাইছে না বাদা এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। বাদা গ্রামের তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা কীর্তিপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পার্টি অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় পরবর্তীতে বারাসাত ২ নম্বর ব্লক অফিসের তৃণমূল কার্যালয় সেখানে গিয়েও বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। দলের উচ্চ নেতৃত্ব ও ব্লক নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে এদিন ঠিক হয় বাদা গ্রামের জয়ী প্রার্থী কৃষ্ণা পাত্রকেই প্রধান করা হবে।

চুরি ও হারিয়ে যাওয়া ৭০ টি মোবাইল উদ্ধার করল মালদা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চুরি এবং হারিয়ে যাওয়া নামী-দামি কোম্পানির প্রায় ৭০ টি মোবাইল উদ্ধারের পর প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। শনিবার সকাল ১১ টা নাগাদ মালদা জেলা পুলিশ সুপারের অফিসে উদ্ধার হওয়া এইসব মোবাইল প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। পুলিশ সুপার ছাড়া উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউ সহ জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তারা। চলতি বছর এখনো পর্যন্ত প্রায় এক হাজার নামী-দামি কোম্পানির মোবাইল উদ্ধারের পর প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার, চাঁচল, বৈষ্ণবনগর, বামনগোলা, কালিয়াচক, গাজোল সহ বেশ কয়েকটি থানা এলাকায় জুলাই মাসে নামী-দামি কোম্পানির মোবাইল চুরি এবং হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। এইসব ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এক মাসের মধ্যেই বিভিন্ন থানা এলাকা থেকেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সব মোবাইলগুলি উদ্ধার করা হয়। এদিন চুরি এবং হারিয়ে যাওয়া মোবাইল হাতে পেয়ে পুলিশের ভূমিকায় খুশি প্রকাশ করেছেন প্রকৃত মালিকরা।

মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, কারও মোবাইল হারিয়ে গিয়েছিল, কারও মোবাইল আবার চুরি হয়েছিল। শনিবার সেই মোবাইলগুলি সংশ্লিষ্ট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এখনও পর্যন্ত এক হাজারেরও বেশি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। এদিন জেলার বিভিন্ন থানা থেকে প্রায় ৭০টি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। আশা করছি আগামীতে আরও মোবাইল উদ্ধার হবে।

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) | pnb | punjab national bank (Govt. of India Undertaking) | Oriental | United

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

CIRCLE SASTRA CENTRE, CIRCLE OFFICE : KOLKATA SOUTH
United Tower (9th Floor), 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001, E-mail : cs8267@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসেরর রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতা (গণ)/ জামিনদাতা(গণ) নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ক) ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
১.	ক) মূল শাখা : লেক রোড (০৩৪৪২০) খ) মেসার্স ম্যাক্রো টেক ইন্ডিয়া পি-২১, ফেজ - III কসবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, কলকাতা - ৭০০১০৭ গ) জামিনদাতাগণ ১. শ্রী সন্দীপ কুমার মুখোপাধ্যায় ২. ডা. দিয়া বসু স্বামী শ্রী সন্দীপ কুমার মুখোপাধ্যায় উভয়ের ঠিকানা - ১০২, সার্দান এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ৭ এনডব্লিউ, সরোবর বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০২৯ ৩. শ্রীমতি অঞ্জনা শ্রীবাস্তব এফই/১২৭, সেক্টর - III, সল্টলেক, থানা - বিধাননগর (প), কলকাতা - ৭০০০৯১ এ/সি নং - ০৩৪৪২৫০২০০২৮১ এবং ০৩৪৪৩০০২২২৪৩৩ সম্পত্তির আইডি : PUNB826520200075	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সকল অংশ জমি/ সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা- গোপালপুর,জেএল নং ২, আর এস নং ১৪০, তৌজি নং ২৯৯৮/১২৫বি/১, সি এস দাগ নং ৫৬৮০/৫৭০৮, আরএস দাগ নং ৩৯০৯ এবং ৩৯৩৭, আর এস খতিয়ান নং ৯৯৪/৮১, থানা- দমদম এয়ারপোর্ট, রেজিস্ট্রি অফিস বিধাননগর, স্থানীয় রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন, খালি জমির পরিমাণ ১১ কাঠা ১৪ ছটাক ৩ বর্গফুট উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং ৪৭৯ - ২০০১ সালের বর্তমান হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর, বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি) মেসার্স ম্যাক্রোটেক ইন্ডিয়া, একটি অংশীদারি সংস্থার মালিক।	ক. ১৫.০১.২০২১ খ. ১,৮৭,২৫,৩১৩.০৮ টাকা নোটিশ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং শুল্ক গ. ২৮.০৪.২০২১ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত	ক) ৭৫.০৫ লাখ টাকা খ) ৭.৫১ লাখ টাকা (২৩.০৮.২০২৩) গ) ০.৭৫ লাখ টাকা	২৪.০৮.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত
২.	ক) মূল শাখা : এম. এল. গুপ্তা রোড (১৬৬২২০) খ) শ্রী অমিত আগরওয়াল এবং সরোজা আগরওয়াল ফ্ল্যাট নং জি, ২য় তল, ৪/২এ, মতিলাল গুপ্ত রোড, পো. বরিশা, থানা - হরিদেবপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০০৮ পশ্চিমবঙ্গ আরও ঠিকানা - ১০/এ, কে কে রায় চৌধুরি রোড, কেএমসি ঠাকুরপুকুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৬০ পশ্চিমবঙ্গ এ/সি নং - ১৬৬২৩০০০০২৭৫২ সম্পত্তির আইডি : PUNBU60503698001	একটি ফ্ল্যাট নং জি দ্বিতীয়তলে (দক্ষিণ পূর্ব মুখী), পরিমাণ সুপারবিল্ট আপ এরিয়া ৭৫০ বর্গ ফুট (বিল্ট আপ এরিয়া ৬০০ বর্গফুট আনুমানিক), দ্বিতল (জি-১) তলা ভবন অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪/২এ, মোতিলাল গুপ্ত রোড, মৌজা- পূর্ব বরিষা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ২৩০, আরএস খতিয়ান নং ১৭৯২, আরএস দাগ নং ৫০৪, কলকাতা পৌর সংস্থার অধিক্ষেত্র অধীন ওয়ার্ড নং ১২৩, থানা - হরিদেবপুর, কলকাতা - ৭০০০০৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। চৌহদ্দি : উত্তরে - খালি জমি এবং অন্যান্যের সম্পত্তি, দক্ষিণে - অন্যান্যের সম্পত্তি , পূর্বে - ২ তলা ভবন এবং জমি, পশ্চিমে- সাধারণের চলার পথ এবং সরকার এবং অন্যান্যের সম্পত্তি সমন্বিত। সম্পত্তি : শ্রী অমিত আগরওয়াল, পিতা শ্রী উমেশ আগরওয়াল এর নামে।	ক. ০৭.০২.২০২২ খ. ১৬,৪৪,৪৭৫.০০ টাকা নোটিশ ৩১.০১.২০২০ থেকে পরবর্তী সুদ এবং শুল্ক গ. ২৮.১০.২০২০ ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত	ক) ১৫.১৫ লাখ টাকা খ) ১.৫২ লাখ টাকা (২৩.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লাখ টাকা	২৪.০৮.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত
৩.	ক) মূল শাখা : টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো (০৬৭৫২০) খ) ১. মেসার্স মিত্র এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা. অর্পিতা মিত্র ৫৫, ঈশ্বর চ্যাটার্জি রোড, কুন্ডুবাগান, কলকাতা - ৭০০ ১১৫ ২. শ্রীমতি অর্পিতা মিত্র ফ্ল্যাট নং এ, ৩য় তল, বিশ্বনাথ ভবন, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড নং ১১, থানা - টিটাগড়, কলকাতা - ৭০০১২৩ জামিনদাতা : শ্রী অচিন্ত্য কুমার ঘোষ প্রেমিসেস নং ২, রেল পার্ক, ঈশ্বর চ্যাটার্জি রোড, রেনু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি-৪, ৪র্থ তল, সোদপুর, থানা - খড়দহ, কলকাতা - ৭০০১১০ এ/সি নং - ০৬৭৫২১০৩০৫৭৪৭ সম্পত্তির আইডি : PUNB826520200021	সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত বাণিজ্যিক স্পেস নং জি১ একতলায় 'গ্রিন ট্রেন্ডস' একটি পারিবারিক স্পা এবং স্যালোন অবস্থিত চার (জি-৩) তলা ভবন 'আশালতা আবাসন', অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩৭/২, ৩৭/১ এবং পুনরায় নম্বর যুক্ত হয়েছে হোল্ডিং নং ৩৭/১ বর্তমানে হোল্ডিং নং ১২/১/এ, ঈশ্বর চ্যাটার্জি রোড, মৌজা- সুখচর, জেএল নং ৯, খতিয়ান নং ৩৯২, দাগ নং ৩৫২৬, ওয়ার্ড নং ১৪ পানিহাটি পুরসভার অধীন, পো-সোদপুর, থানা-খড়দা, কলকাতা - ৭০০১১০, জেলা- ২৪ পরগনা উত্তর,পশ্চিমবঙ্গ। সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ফ্ল্যাটের - ৭১৫ বর্গ ফুট কমবেশি। মালিকের নাম : মেসার্স প্যারাগন ট্রেডিং, স্বত্ব : শ্রী অচিন্ত্য কুমার ঘোষ।	ক. ২৭.১১.২০১৭ খ. ১,৩১,৩৪,১০৩.০০ টাকা নোটিশ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং শুল্ক গ. ১৪.০৩.২০১৮ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত	ক) ৩৩.০০ লাখ টাকা খ) ৩.৩০ লাখ টাকা (২৩.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লাখ টাকা	২৪.০৮.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত
৪.	ক) মূল শাখা : টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো (০৬৭৫২০) খ) ১. মেসার্স মিত্র এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা. অর্পিতা মিত্র ৫৫, ঈশ্বর চ্যাটার্জি রোড, কুন্ডুবাগান, কলকাতা - ৭০০ ১১৫ ২. শ্রীমতি অর্পিতা মিত্র ফ্ল্যাট নং এ, ৩য় তল, বিশ্বনাথ ভবন, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড নং ১১, থানা - টিটাগড়, কলকাতা - ৭০০১২৩ জামিনদাতা : শ্রী অচিন্ত্য কুমার ঘোষ প্রেমিসেস নং ২, রেল পার্ক, ঈশ্বর চ্যাটার্জি রোড, রেনু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি-৪, ৪র্থ তল, সোদপুর, থানা - খড়দহ, কলকাতা - ৭০০১১০ এ/সি নং - ০৬৭৫২১০৩০৫৭৪৭ সম্পত্তির আইডি : PUNB826520200022	সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত প্লট জমি এবং অসমাপ্ত অংশত চার তলা এবং অংশ তিন তলা ভবন বসবাসের অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫৫ ঈশ্বর চ্যাটার্জি রোড (কুন্ডু বাগান) , মৌজা- সুখচর, জেএল নং ৯, খতিয়ান নং ৩৯২, দাগ নং ৩৫২৬, ওয়ার্ড নং ১৪, পানিহাটি পুরসভা অধীন, পো- সোদপুর, থানা- খড়দা, কলকাতা -৭০০১১০, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। মোট জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৯ বর্গফুট কমবেশি । ঢাকা এরিয়া একতলায় ৯২৮ বর্গফুট কমবেশি, এবং টিএফ-৩৭১ বর্গফুট কমবেশি। মালিকের নাম : শ্রী অচিন্ত্য কুমার ঘোষ।	ক. ২৭.১১.২০১৭ খ. ১,৩১,৩৪,১০৩.০০ টাকা নোটিশ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং শুল্ক গ. ১৪.০৩.২০১৮ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত	ক) ৬৩.৫৫ লাখ টাকা খ) ৬.৩৬ লাখ টাকা (২৩.০৮.২০২৩) গ) ০.৫০ লাখ টাকা	২৪.০৮.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত
৫.	ক) মূল শাখা : টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো (০৬৭৫২০) খ) ১. মেসার্স মিত্র এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা. অর্পিতা মিত্র ৫৫, ঈশ্বর চ্যাটার্জি রোড, কুন্ডুবাগান, কলকাতা - ৭০০ ১১৫ ২. শ্রীমতি অর্পিতা মিত্র ফ্ল্যাট নং এ, ৩য় তল, বিশ্বনাথ ভবন, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড নং ১১, থানা - টিটাগড়, কলকাতা - ৭০০১২৩ জামিনদাতা : শ্রী অচিন্ত্য কুমার ঘোষ প্রেমিসেস নং ২, রেল পার্ক, ঈশ্বর চ্যাটার্জি রোড, রেনু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি-৪, ৪র্থ তল, সোদপুর, থানা - খড়দহ, কলকাতা - ৭০০১১০ এ/সি নং - ০৬৭৫২১০৩০৫৭৪৭ সম্পত্তির আইডি : PUNB826520200035	কসংশ্লিষ্ট উল্লিখিত বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি৪ চতুর্থ তলে একটি (জি-৩) তলা ভবনে 'রেণু অ্যাপার্টমেন্ট' অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪, প্রেমিসেস নং ২, রেলওয়ে পার্ক, ঈশ্বর চ্যাটার্জি রোড, মৌজা- সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস নং ৪৫, আরএস খতিয়ান নং ২০৫, দাগ নং ৪, ওয়ার্ড নং ১৪ পানিহাটি পুরসভা অধীন, পো-সোদপুর, থানা-খড়দা, কলকাতা- ৭০০১১০, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ । ফ্ল্যাটের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৬২৫ বর্গ ফুট কমবেশি এবং ঢাকা এরিয়া ফ্ল্যাটের ১৩০০ বর্গফুট কমবেশি। মালিকের নাম : শ্রী অচিন্ত্য কুমার ঘোষ।	ক. ২৭.১১.২০১৭ খ. ১,৩১,৩৪,১০৩.০০ টাকা নোটিশ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং শুল্ক গ. ১৪.০৩.২০১৮ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত	ক) ৩৯.৪৫ লাখ টাকা খ) ৩.৯৫ লাখ টাকা (২৩.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লাখ টাকা	২৪.০৮.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত

জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : ব্যাঙ্ক জ্ঞাত নয়

নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে' এবং 'যেখানে যা আছে ভিত্তিতে' এবং 'যেমন আছে ভিত্তিতে'।**
২. নিম্নোক্ত শিডিউলে বর্ণিত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য না দেওয়া ঘোষণা সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com মাধ্যমে ২৪.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টোর মধ্যে।**
৪. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**।

তারিখ :০৫.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা

চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: Z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"**, এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **২৩.০৮.২০২৩** তারিখে বিক্রি করা হবে **৩৯,৯৪,০৩৫.০০ টাকা** (ঊনচল্লিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার পয়ত্রিশ টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১২,৭১,৪৬৪.০০ টাকা + ২৭,২২,৫৭১.০০ টাকা) **১৯.০৭.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স মা লক্ষ্মী চিলিং প্ল্যান্ট, স্বত্বাধিকারী: প্রয়াত বিপদ ভঞ্জন ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম+পোস্ট-বেতাই, থান-তেহট্ট, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ -এর কাছ থেকে, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর প্রাপ্য।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. মেসার্স মা লক্ষ্মী চিলিং প্ল্যান্ট স্বত্বাধিকারী: প্রয়াত বিপদ ভঞ্জন ঘোষ (ঋণগ্রহীতা) গ্রাম+পোস্ট-বেতাই, থান-তেহট্ট, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ২. মৃত প্রয়াত বিপদ ভঞ্জন ঘোষের সম্পত্তি (বর্তমানে মৃত), পিতা- প্রয়াত নিত্যানন্দ ঘোষ (ঋণগ্রহীতা তথা স্বত্বাধিকারী) আইনি উত্তরাধিকারীদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করছেন : ১. শ্রীমতী পার্বতী ঘোষ, স্বামী-প্রয়াত বিকাশ চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম+পোস্ট- বেতাই, থানা-তেহট্ট, জেলা-নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ২. শ্রী রাকেশ ঘোষ, পিতা- প্রয়াত বিকাশ চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম ও পোস্ট- বেতাই, থানা - তেহট্ট, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৩. শ্রী বিদ্যুৎ ঘোষ, পিতা- প্রয়াত বিকাশ চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম ও পোস্ট- বেতাই, থানা - তেহট্ট, জেলা-নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৩. মৃত প্রয়াত বিকাশ চন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি (বর্তমানে মৃত), পিতা- প্রয়াত বিপদ ভঞ্জন ঘোষ (বন্ধকদাতা তথা জামিনদার) আইনী উত্তরাধিকারীদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করছেন : ১. শ্রীমতী পার্বতী ঘোষ, স্বামী-প্রয়াত বিকাশ চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম ও পোস্ট- বেতাই, থানা - তেহট্ট, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ২. শ্রী রাকেশ ঘোষ, পিতা- প্রয়াত বিকাশ চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম ও পোস্ট- বেতাই, থানা - তেহট্ট, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৩. শ্রী বিদ্যুৎ ঘোষ, পিতা- প্রয়াত বিকাশ চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম ও পোস্ট- বেতাই, থানা - তেহট্ট, জেলা-নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ খ) তেহট্ট শাখা	**সম্পত্তি ১:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ডিড নং- আই-১৬৮৫ তারিখ-১৪.০২.১৯৮৯, বেতাই ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা- ৮৮, ভাটুপাড়া, খতিয়ান নং এলআর ১৭১ কৃ, জেএল নং ৮৮, প্লট নং আরএস ৩৬৩/৬২৫ এলআর ৪৫৪, শ্রেণীবিভাগ-ভিটি, এলাকা - ৫.৫ ডেসিমেল, গ্রাম ও পোস্ট - বেতাই, থানা - তেহট্ট, জেলা- নদীয়া, **বিকাশ চন্দ্র বিশ্বাসের নামে,** পিতা- বিপদ ভঞ্জন ঘোষ। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - ধীরেন্দ্র নাথ দাসের বাড়ি, দক্ষিণ - মেটাল রোড, পূর্ব - হরিচাঁদ সরকারের বাড়ি, পশ্চিম - অভিমানু মহন্তের বাড়ি দ্বারা। **সম্পত্তি ২:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ডিড নং- আই-৮৪৭ তারিখ-০৯.০১.১৯৮৮, এডিএসআর-তেহট্ট, মৌজা- ৮৯, ভাটুপাড়া, খতিয়ান নং আরএস ২০০৫, এলআর ১৬৯৫/১,৩৩১৯/১,২২১৬/১,৪৯২৮(নতুন), জেএল নং- ৮৯, প্লট নং ১০৪১১, শ্রেণীবিভাগ - ভিটি, এলাকা ৩.০০ ডেসিমেল, গ্রাম ও পোস্ট - বেতাই, থানা - তেহট্ট, জেলা - নদীয়া, **বিকাশ চন্দ্র বিশ্বাসের নামে,** পিতা- বিপদ ভঞ্জন ঘোষ। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - লঙ্কেশ্বর ঘোষের বাড়ি, দক্ষিণ- পিচ রোড, পূর্ব - হরিচাঁদ সরকারের বাড়ি, পশ্চিম - অভিমানু মহন্তের বাড়ি দ্বারা।	৩৯,৯৪,০৩৫.০০ টাকা (ঊনচল্লিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার পয়ত্রিশ টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১২,৭১,৪৬৪.০০ টাকা + ২৭,২২,৫৭১.০০ টাকা) ১৯.০৭.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ।	সম্পত্তি ১ : ক) ২৪,০০,০০০.০০ টাকা (*) খ) ২,৪০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB300722103531 ঙ) আমাদের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল সম্পত্তি ২ : ক) ১৬,০০,০০০.০০ টাকা (*) খ) ১,৬০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB300722103532 ঙ) আমাদের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হওয়া উচিত

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২৩.০৮.২০২৩; সময় - সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারীগণ -এরও প্রতি

তারিখ: ০৩.০৮.২০২৩
স্থান : বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

রাহুল-শ্রেয়স ফিট না হলে এশিয়া কাপে তিন নম্বর জায়গা ছাড়তে হতে পারে কোহলিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেএল রাহুল এবং শ্রেয়স আইয়ার কি ২০২৩ এশিয়া কাপের আগে ফিট হয়ে উঠবেন? তাঁরা এশিয়া কাপে খেলতে না পারলেও কি সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে? একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, কেএল রাহুল এবং শ্রেয়স আইয়ার- দুই তারকাকে নিয়ে দ্বিধা রয়েছে এশিয়া কাপে। কারণ তাঁরা এখনও ৫০ ওভারের ক্রিকেট খেলার মতো ফুট হয়ে ওঠেনি।

সম্প্রতি রাহুলের কিপিং অনুশীলনের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। এর মানে এই নয় যে, রাহুল ৫০ ওভারের জন্য এখনই সম্পূর্ণ ভাবে ফিট হয়ে উঠেছেন। তবে এই ভিডিয়ো দেখার পর ভক্তরা আশা প্রকাশ করেছেন যে, ডানহাতি এই তারকা ব্যাটার দীর্ঘ চোট সারিয়ে খুব দ্রুত ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন করবে।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে ২০২৩ আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালী ফিল্ডিং করার সময়ে উরুতে চোট পেয়েছিলেন রাহুল। যে কারণ তিনি আইপিএলের বাকি মরশুমে খেলতে পারেননি। এমন কী এর পর তিনি ২২ গজের নামতেই পারেননি। লন্ডনে অস্ত্রোপচারও করতে হয়েছিল এবং কয়েক সপ্তাহ আগে নেটে ব্যাটিং শুরু করেছিলেন। তাঁর এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল, ৫০ ওভারের ক্রিকেট খেলার মতো শক্তি যাতে তাঁর চোটগ্রস্ত উরু ফিরে পায়, সেই চেষ্টায় সফল হওয়া।

ভারতের এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় রাহুল নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। টি-টোয়েন্ট এবং টেস্টে তাঁর খারাপ পারফরম্যান্স সত্ত্বেও, ওডিআই-তে তিনিই ভারতের প্রথম পছন্দের রক্ষক-ব্যাটসম্যান। ৫ নম্বরে ব্যাট করার ক্ষেত্রে তাঁর পরিসংখ্যান সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম সেরা। যদি তিনি পুরোপুরি ফিট না হন, তবে এটি ভারতের জন্য একটি বিশাল বড় ধাক্কা হবে। কারণ টিম ইন্ডিয়াকে তখন আর একজন উইকেটকিপারের সন্ধান করতে হবে, যিনি আবার মিডল অর্ডারে কার্যকর ভাবে ব্যাট করতে পারবেন।

শ্রেয়স আইয়ারের ব্যাপারটা একটু বেশিই উদ্বেগজনক। ডানহাতি-ব্যাটার ব্যাক ইনজুরি থেকে সেরে উঠছেন। তবে এই চোট তাঁকে ২০২৩ পুরো আইপিএল থেকেই ছিটকে দিয়েছে। তবে তাঁকে বিশ্বকাপের দলে থাকতে হলে, নিজের ফিটনেসের প্রমাণ দিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের হোম সিরিজে খেলতে হবে। শ্রেয়স আইয়ার বেশ কিছু দিন ধরে ওডিআই-তে ভারতীয় ব্যাটিং অর্ডারের চার নম্বর জায়গায় খেলে থাকেন। প্রায় সব পরিস্থিতিতেই চারে ব্যাট করতে নেমে ধারাবাহিক ভাবে পারফরম্যান্স করে জায়গাটি আরও মজবুত করেছেন শ্রেয়স। তিনি না খেলতে পারলে, ভারতের জন্য চার নম্বর জায়গায় পরিবর্ত খেঁজাটা কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে।

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট সেরা দল গড়ার পক্ষপাতী। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ থেকেই অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং কোচ রাহুল দ্রাবিড় ইতিমধ্যেই ব্যাকআপ খুঁজতে শুরু করেছেন। তবে কেএল রাহুল এবং শ্রেয়স আইয়ার সময় মতো ফিট না হলে, তাঁদের ব্যাকআপ কারা হবেন? যা পরিস্থিতি, তাতে সূর্যকুমার যাদব এবং সঞ্জু স্যামসন স্পষ্ট পছন্দের বলে মনে হচ্ছে। তবে তারা সরাসরি একাদশে নাও খেলতে পারেন। ওয়ানডেতে স্কাই কাঙ্খিত সাফল্য পাননি। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেষ দু'টি ওডিআইতে তিনি যেখানে ব্যাটিং করেছিলেন, সেই ছয় নম্বর স্থানটির জন্য তাঁকে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে তিনি শ্রেয়শ আইয়ার বা কেএল রাহুলের বদলি হতে পারবেন না।

ঘরোয়া ক্রিকেটে এবং ক্যারিয়ারের শুরুতে গিল ৩ নম্বর বা তার নীচে ব্যাট করেছেন। যদি তাঁকে ৩ নম্বরে ব্যাট করার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তার মানে বিরাট কোহলিকে সেই জায়গা ছাড়তে হবে। এটি সম্ভবত সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত হবে। কারণ বিশ্ব ক্রিকেটে এই মুহূর্তে বিরাট কোহলির চেয়ে তিন নম্বরে সেরা ওডিআই ক্রিকেটার নেই। ওয়ানডে-তে তাঁর ১২৮৯৮ রানের মধ্যে ১০৭৭৭ রান এসেছে ৩ নম্বরে ব্যাট করার সময়ে। এই পজিশনে খেলেই ৪৬টি ওডিআই সেঞ্চুরির মধ্যে ৩৯টিই করেছেন তিনি।

তবে টিম ম্যান হিসেবে শ্রেয়স আইয়ারের অনুপস্থিতিতে কোহলিকে সে ক্ষেত্রে চারে ব্যাট করতে হতে পারে। এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে শুভমন গিলকে চারে ব্যাট করতে বলা সঠিক সিদ্ধান্ত নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে কোহলি নীচে নেমে যেতে পারেন, হার্দিক পান্ডিয়া ৫ নম্বরে এবং স্যামসন বা স্কাই ৬ নম্বরে ব্যাট করতে পারেন। যদি রাহুল ফিট থাকে, যা ফলাফলের সম্ভাবনা বেশি বলে মনে হচ্ছে, তবে হার্দিক ছয়ে ব্যাট করতে পারেন।

কলকাতা লিগে ইউনাইটেডকে হারাল সবুজ-মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা লিগে এত দিন পর্যন্ত প্রতিটি ম্যাচেই অনায়াসে জিতছিল মোহনবাগান। শনিবার প্রথম কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়ল তারা। জিততে অসুবিধা হল না। ২-০ গোলে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে হারিয়ে দিল তারা। গোল করলেন নংডোম্বা নাওরেম এবং সুহেল ভাট।

দু'দিন আগেই ডুরান্ড কাপে মোহনবাগানের হয়ে খেলা বেশ কিছু ফুটবলারকে এ দিন প্রথম একাদশে রেখেছিলেন কোচ বাস্তব রায়। তাই শুরু থেকেই মোহনবাগানের ফুটবলারদের মধ্যে কিছুটা ক্লান্তি নজরে এসেছিল। প্রথমার্ধের শুরুর দিকে গোলকিপার অর্শ আনোয়ার এগিয়ে এসেছিলেন গোললাইন ছেড়ে। ইউনাইটেডের এক ফুটবলার দূর থেকে শট নেন। তবে গোলের অনেক দূর দিয়ে তা চলে যায়।

মোহনবাগানের খেলার মধ্যে আগ্রাসনের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সেই সুযোগে ইউনাইটেডের ফুটবলারেরা ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিচ্ছিলেন। খেলার কিছুটা বিপরীতেই এগিয়ে যায় মোহনবাগান। ২৮ মিনিটে গোল করেন নাওরেম। ইউনাইটেডের দুই ডিফেন্ডারকে ডজ করে বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে গোল করেন তিনি।

৩৫ মিনিটে গোল খেয়ে যেতে পারত মোহনবাগান। বিপক্ষের দীপেশ মুর্মু সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। প্রথমার্ধে ইউনাইটেডের খেলা মোহনবাগানের থেকে অনেকটাই ভাল ছিল। কিন্তু সুযোগ কাজে না লাগানোর খেসারত দেয় তারা।

দ্বিতীয়ার্ধেও ইউনাইটেড অনেক আগ্রাসী হয়ে শুরু করে। বার বার মোহনবাগানের গোলমুখে উঠে আসছিল তাদের ফুটবলারেরা। মোহনবাগান দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গোলের একটি সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি। ৬৮ মিনিটের মাথায় নাওরেমের একটি শট বাঁচিয়ে দেন বিপক্ষ গোলকিপার। পরের মিনিটেই দিনের সহজতম সুযোগ নষ্ট করে ইউনাইটেড। আবার গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন মোহনবাগানের গোলকিপার অর্শ। তখনও ইউনাইটেডের ফুটবলার বাহাদুর গুরুংয়ের পায়ে বল ছিল। কিন্তু ফাঁকা গোলেও বল ঠেলতে পারেননি তিনি।

পরের দিকে আরও একটি সুযোগ মিস্ করে ইউনাইটেড। সেই সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হয় ম্যাচের শেষ দিকে গিয়ে। প্রতি আক্রমণে উঠেছিল ইউনাইটেড। খেলার বিপরীতে বল পেয়ে ১৮ গজ দূর থেকে জোরালো শটে গোল করেন সুহেল। কাশ্মীরের এই ফুটবলার দু'দিন আগে ডুরান্ডের প্রথম ম্যাচেও গোল করেন। কলকাতা লিগেও নিজের অষ্টম গোলটি করে ফেললেন।

ডুরান্ড কাপের দল ঘোষণা ইস্টবেঙ্গলের ৬ বিদেশিকেই রাখলেন কুয়াদ্রাত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৩২-তম ডুরান্ড কাপের জন্য ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করল ইস্টবেঙ্গল। ছ' জন বিদেশি ফুটবলারকেই রাখা হয়েছে এই দলে। তবে সবাইকে এখনও পাননি লাল-হলুদের নতুন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। সেই প্রসঙ্গে লাল-হলুদ কোচ বলছেন, দসবাইকে পাওয়া যায়নি। তার জন্য কোনও আক্ষেপ নেই আমার। যারা রয়েছে, তাদের নিয়েই লড়তে হবে।দ

গত মরশুমে ইস্টবঙ্গলল জার্সিতে উজ্জ্বল ছিলেন ক্লেটন। ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত বলেন, দগত মরশুমে ক্লেটন সফল হয়েছে। ভাল ফুটবল তুলে ধরেছিল। আগের বছর ওর খেলা দেখেছি। আশা রাখছি এবারও ক্লেটন ভাল খেলবে।

প্রভসুখান সিং গিল, কমলজিৎ সিং ও আদিত্য পাত্র এই তিন গোলকিপার রয়েছেন ডুরান্ড কাপের দলে। কলকাতা লিগে লাল-হলুদ ফুটবলারদের খেলা দেখেছেন কুয়াদ্রাত। প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলারদের ট্রেনিংয়ে ডেকেছেন স্পেনীয় কোচ। তিনি বলছেন, দদুটো দিকে কাজ করতে হচ্ছে আমাদের। প্রথমত প্রতিভা অন্বেষণ করে তাদের ঠিক পথে পরিচালিত করা। সেই সঙ্গে ম্যাচ জিততেও হবে। ফলে কাজটা মোটেও সহজ নয়।

ডুরান্ড কাপের জন্য ঘোষিত দল

গোলকিপার-প্রভসুখান গিল, কমলজিৎ সিং, আদিত্য পাত্র।

ডিফেন্ডার-লালছুং, গুরসিমরত, নিশু কুমার, তুহিন দাস, এডউইন সিডনি, মহম্মদ রাকিপ, উন্নিকৃষ্ণন, জর্ডন এলসি (অস্ট্রেলিয়া), হোসে আন্তোনিও পারডো লুকাস (স্পেন)

মিডফিল্ডার-সৌভিক চক্রবর্তী, হরমনজ্যোৎ সিং খাবরা, ভানলালপেকা গুইতে, গুরনাজ সিং, সল ক্রেসপো (স্পেন), মোবাসির, নাওরেম মহেশ, বোরহা হেরেরা (স্পেন), নন্দকুমার, মন্দার রাও

ফরোয়ার্ড-ক্লেটন (ব্রাজিল), ভিপি সুহের, জেভিয়ার সিভেরিও (স্পেন), জেসিন টিকে

কিংস কাপে নাও খেলতে পারেন সুনীল ছেত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী সেপ্টেম্বরে বাবা হচ্ছেন সুনীল ছেত্রী। তাই সেই সময় ভারতের হয়ে কিংস কাপে তাঁকে খেলতে না-ও দেখা যেতে পারে। শোনা যাচ্ছে, কিংস কাপের সময় ছুটি চেয়ে এআইএফএফ-এর কাছে আবেদন জানাতে পারেন ভারত অধিনায়ক।

সেপ্টেম্বরের ৭ তারিখ থেকে থাইল্যান্ডে শুরু হচ্ছে কিংস কাপ। কিংস কাপে সুনীলকে দলে রাখা হবে কিনা, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া হলেও প্রাথমিকভাবে ভারত অধিনায়ককে দলে রেখেই আপাতত দল সাজাচ্ছে ভারতীয় থিংকট্যাঙ্ক। যদিও সুনীলের খেলা না খেলা, পুরোটাই নির্ভর করছে তাঁর নিজের সিদ্ধান্তের উপর। এই বিষয়ে তাঁর উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দিয়েছেন কোচ ইগর স্টিমাচ। সুনীল নিজেও ঘনিষ্ঠমহলে বলেছেন, সেপ্টেম্বর মাসটা তাঁর কাছে যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের হয়ে দারুণভাবে নিজেকে মেলে ধরেছেন সুনীল ছেত্রী। কেরিয়ারের শেষ লগ্নে এসেও ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ, সাফ গেমসে দারুণ পারফর্ম করেছেন তিনি। এশিয়ান গেমসের ভারতীয় দলে তিনজন সিনিয়রের মধ্যে তাঁর নাম রয়েছে। ৩৮ বছর বয়সে সদ্য শেষ হওয়া সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সুনীলই সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন। সাফের সময়ই তাঁর বাবা হওয়ার খবর, সেলিব্রেশনের মাধ্যমে প্রকাশ্যেল আনেন ভারত অধিনায়ক। সেপ্টেম্বরের ৭-১১ তারিখ থাইল্যান্ডে কিংস কাপ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। কিছুদিন আগে মোহনবাগান দিবসে কলকাতায় এসেছিলেন সুনীল। সেই অনুষ্ঠানেও স্ত্রী সোনমকে আনতে পারেননি তিনি।

বিশ্বকাপের আগে চিন্তা অজি শিবিরে, গুরুতর চোট প্যাট কামিন্সের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওডিআই বিশ্বকাপের আগে অজি শিবিরে চিন্তা বাড়ালেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। এ বারের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের ঠিক আগেই ভারতের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজে খেলার কথা অস্ট্রেলিয়ার। সেই সিরিজে হয়তো দেখা যাবে না অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, চোটের কারণে কামিন্সকে ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে পাবে না অজিরা। এই সিরিজ ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া দুই দলের কাছেই ওডিআই বিশ্বকাপের প্র্যাক্টিস ম্যাচের মতো। সেখানে অধিনায়কের না থাকাটা বেশ চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে অজিদের জন্য।

দিন কয়েক আগে অ্যাসেজ শেষ হয়েছে। ২-২ ড্র দিয়ে সিরিজ শেষ হয়েছে। জানা গিয়েছে, ঐতিহ্যের অ্যাসেজের পঞ্চম টেস্টে ভাঙা কব্জি নিয়েই খেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে কামিন্সের কব্জির চোটের ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হয়নি। সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের সূত্রের খবর, সম্ভবত প্যাট কামিন্সের কব্জির হাঁড় ভেঙেছে। যদিও এই খবরে এখনও সিলমোহর পড়েনি। তবে গত সপ্তাহে ওভালে অ্যাসেজের শেষ টেস্টের প্রথম দিন কব্জিতে চোট পেয়েছিলেন কামিন্স। বল করতে তাঁকে খুব একটা সমস্যায় পড়তে না দেখা গেলেও, ব্যাটিংয়ের সময় তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তিনি কতটা যন্ত্রণা অনুভব করছেন।

ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালসহ গত দুই মাসে ৬টি টেস্টে খেলার পর কামিন্সের বিশ্রামে থাকার কথা ছিল। জানা গিয়েছে, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আগামী সপ্তাহে অজিদের পরবর্তী সাদা বলের সফরের জন্য দল ঘোষণা করবে। ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের আগে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাবে। সেখানে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের টি-২০ সিরিজের পর ৫ ম্যাচের ওডিআই সিরিজে খেলবেন অজিরা। এরপর রয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ওডিআই সিরিজ। তারপর ওডিআই বিশ্বকাপ। প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে অজি দলকে নেতৃত্ব দিতে পারেন মিচেল মার্শ। বিশ্বকাপের জন্য কামিন্সকে নিয়ে কোনও তাড়াহুড়ো করতে চায় না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সূত্রের খবর, তাই তাঁকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা ভেবেছে অজি ক্রিকেট বোর্ড।

আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য ইডেন কি ভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাই ক্ষতিয়ে দেখতে শহরে আইসিসি-র প্রতিনিধিরা।

ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০তে অভিষেকের সম্ভাবনা যশস্বী জয়সওয়ালের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যারিবিয়ান সফরে ভারতের হয়ে টেস্ট খেলার স্বপ্নপূরণ হয়েছে তরুণ তুর্কি যশস্বী জয়সওয়ালের। এ বার কি যশস্বীর গায়ে উঠবে টিম ইন্ডিয়ার নীল জার্সিও? তার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে তরুণদের সুযোগ দিয়েছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। আর নিকোলাস পুরানদের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজের জন্য ভারতের যে স্কোয়াড রয়েছে তাতে তারুণ্যে ভরা। হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৪ রানে হেরে যায় ভারত। আগামী কাল, ৬ অগস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। এই ম্যাচের একাদশে দেখা যেতে পারে যশস্বী জয়সওয়ালকে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে

নজর কেড়েছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। চলতি বছরটা ভালোই কাটছে যশস্বীর। আইপিএলে দুরন্ত পারফর্ম করে যশস্বীর জন্য জাতীয় দলের দরজা খুলে যায়। এরপর দেশের জার্সিতে খেলার সুযোগ পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করেন ২১ বছরের যশস্বী। ক্রিকেট মহলে যশস্বী রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন। প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন যশস্বী। হরভজন সিংয়ের মতো প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার যেমন যশস্বীকে লম্বা রেসের ঘোড়াও বলেছেন। এ বার দেখার তাঁর আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে সফর কবে শুরু হয়। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০ জিতে সমতা ফেরাতে চাইবে মেন ইন ব্লু। তার জন্য একাদশে বদল দেখা যেতে পারে। প্রথম টি-২০ তে অভিষেক হয়েছিল তিলক ভার্মার। তিনি নজর কেড়েছিলেন। এ বার ক্রিকেট মহল মনে করছে দ্বিতীয় টি-২০ তে ভারতীয় জার্সিতে দেখা যেতে পারে যশস্বীকে। আইপিএলে তাঁর ম্যাচ জেতানো ইনিংসের কথা ভেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০ তেই হয়তো যশস্বীকে সুযোগ দিতে পারে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

কাউন্টিতে অভিষেক ম্যাচে হতশ্রী আউট, পড়ে গিয়ে উইকেট ভাঙলেন পৃথ্বী শ

নিজস্ব প্রতিনিধি: নর্দাম্পটনশায়ারের হয়ে অভিষেক ম্যাচে হতশ্রী ভাবে আউট হলেন পৃথ্বী শ। ২৩ বছর বয়সি ভারতীয় ক্রিকেটার ৩৪ রানে হিট উইকেট হন।

কাউন্টিতে গ্রুপ বি-র ম্যাচে গ্লস্টারশায়ার ও নর্দাম্পটনশায়ারের ম্যাচ ছিল। পল ভ্যান মিকেরেনের শর্ট ডেলিভারি পুল মারতে গিয়ে হিট উইকেট হন পৃথ্বী। দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে পৃথ্বী শ পড়ে যান বিশ্রী ভাবে। তাঁর পায়ে লেগে উইকেটের বেল পড়ে যায়। ২০২১ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শেষ বার খেলতে দেখা গিয়েছিল পৃথ্বী শ-কে। চলতি বছরের গোড়ার দিকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দলে ডাকা হয়েছিল পৃথ্বীকে। এবারের আইপিএল-এ সময়টা ভাল যায়নি পৃথ্বীর। প্রতিযোগিতার মাঝপথে তাঁকে বাদ পড়তে হয়। কাউন্টিতে

যাওয়ার আগে পৃথ্বী শ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, কাউন্টি খেলে বদলাবে তাঁর ভাগ্য। ফিটনেস টেস্টে পাশ করে, ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করেও জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন কেন ঘটল না, সেটাই বোধগম্য হয়নি পৃথ্বীর। তাঁকে দল থেকে কেন বাদ দেওয়া হল, তার কারণ জানতে না পারায় হতভম্ব হয়ে যান। সেই সময়ে কেউ বলেছিলেন, ফিটনেসের কারণে হয়তো তিনি বাদ পড়তে পারেন। এনসিএ-তে গিয়ে সব পরীক্ষা দিয়েছেন। রানও করেন। এর পরেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ডাক পাননি পৃথ্বী। ভেবেছিলেন কাউন্টিতে রান করে নিজের ভাগ্য বদলাবেন। কিন্তু অভিষেক ম্যাচের অভিজ্ঞতা ভাল হল না পৃথ্বীর।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**